স্মৃতিকথা
লিওনিদ ব্রেঝনেভ

আমার গোটা জীবনের অর্থ যা
ছিল এবং এখনো রয়েছে তা'
হলো সোভিয়েত জনগণ, লেনি-
নের পার্টি ও কমিউনিজমের আদ-
র্শের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া।

লিওনিদ ব্রেঝনেভ

স্মৃতিকথা

লিওনিদ ব্রেঝনেভ

PERSONAL COLLECTION OF * IDARA *

প্রাচ্য প্রকাশনী

ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
১২ ডিসেম্বর ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আবদুল মুকতাদির

মুদ্রক :
প্যাপিরাস প্রেস
১৪/১ কাঠের পুল লেন
বানিয়ানগর, ঢাকা-১

প্রকাশক
প্রাচ্য প্রকাশনী
৬৭/৩ কাকরাইল
ঢাকা-২

মূল্য : দশ টাকা

Bengali translation of the book
Reminiscences
By Leonid Brezhnev

নিবেদন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত দেশের মহান নেতা লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে এই মহতী মানুষ-টির অবস্থানের একটি পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী মিত্র এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক লিওনিদ ব্রেঝনেভের রাজনৈতিক পরিচয়ের পাশাপাশি মানুষ ব্রেঝনেভেরও একটি পরিচয় রয়েছে। এই দুই সত্তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই যদিও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে লিওনিদ ব্রেঝনেভের পরিচয় যত ব্যাপক, ব্যক্তি-জীবনের পরিচিতি ততটা নয়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যস্ততা ও গুরুভার দায়িত্ব বহন করে চললেও এরই ফাঁকে ফাঁকে লিওনিদ ব্রেঝনেভ জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের স্মৃতিচিত্র রচনা করে চলেছিলেন। তাঁর জীবনস্মৃতির এক অধ্যায় 'অনাবাদী জমি' ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ এক শ্রমিক পরিবারে তাঁর জন্ম এবং অক্টোবর বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামের সাথে সাথে কীভাবে তিনি জীবনের পাঠ গ্রহণ করছিলেন ও শরীক হচ্ছিলেন যুগান্তকারী সংগ্রামে তারই আলেখ্য বর্তমান এই 'স্মৃতিকথা'।

এই গ্রন্থের প্রকাশ যেমন লিওনিদ ব্রেঝনেভের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তেমনি নতুন সোভিয়েত সমাজের বিকাশের একটি ঐতি-হাসিক দলিলও গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো।

১২-১২-১৯৮২ প্রকাশক

কারখানার সিটিতে বাঁধা জীবন

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি আর আমার শিক্ষানবিশীর কালটাও কেটেছে বিরাট এক শ্রমিক-বসতিতে শ্রমিক-শ্রেণীর একটি পরিবারে। একেবারে ছেলেবেলায় যেসব ব্যাপার আমার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে, তার একটি হচ্ছে কারখানার সিটির আওয়াজ। মনে আছে, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বাবার পোশাক পরা সারা, মা দোর গোড়ায় তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছেন ঠিক সেই সময়েই এমন গভীর ও তীব্র স্বরে ভোঁ করে বেজে উঠতো কারখানার সিটি যে আমার মনে হতো যেন পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই ঐ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তখন রেডিও ছিল না, শ্রমিকদের ঘড়ি ছিল না। কারখানাই তাদের কাজে ডেকে নিত। প্রথম আওয়াজটা হত ভোর সাড়ে পাঁচটায়, তারপর ছ'টার একটা শিফট শুরুর জন্য, আবার সন্ধ্যেয় আগাম-বাঁশী বাজতো সাড়ে পাঁচটায় এবং তারপর ছটায় পরের শিফটের জন্য। সে সময়ে আমাদের কামেনস্কোয়ে বসতি এলাকায় বাস করতেন ২৫,০০০ মানুষ ; পরে এই জায়গাই গড়ে ওঠে শিল্প-নগরী দ্নেপ্রোদঝেরঝিনস্ক হিসেবে। আমাদের সমস্ত সময়ের হিসেব, দিন যাপন, আমাদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ, আমাদের কাজকর্ম, সংক্ষেপে, আমাদের গোটা জীবনটাই চলত কারখানার সিটির ভোঁ শব্দের তালে বিন্যস্তভাবে।

আমি তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে, সকালের নাস্তা না খেয়েই,

খালি পায়ে বাবার পেছন পেছন দৌড়ে যেতাম। যদি তিনি আমার হাতটা ধরতেন, আমি সগর্বে চারপাশে তাকাতাম, যেন বলতে চাইতাম, দেখ আমি কত বড় হয়েছি, এর মধ্যেই কারখানায় যাচ্ছি, কিন্তু আমার বয়স তখন সবে চার বছর। আশপাশের বাড়ি থেকে, পাশের পথ ও গলি দিয়ে অন্য প্রতিবেশীরাও বের হয়ে আসতেন, ক্রমেই তাঁদের সংখ্যা বাড়তো, প্রায় সকলেরই পরনে থাকত জীর্ণ কামিজ আর খাকি রঙের সুতির প্যান্ট। আমার মনে আছে, সবার সঙ্গে ওভাবে যেতে আমার ভালই লাগত।

হাজার হাজার মানুষের ভিড় গড়িয়ে চলত দ্নিপার নদীর ধারে, 'মার্কেট হিল'-এর দিকে। সেখানে এসে বাবা আমায় ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতেন; কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর লম্বা চূড়াওলা টুপিটা অদৃশ্য হয়ে যেত অন্য অনেক টুপি আর পুরু ফেল্ট হ্যাটের ভিড়ে; দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখতাম কারখানার গেটের কালো গর্তটা গিলে ফেলছে নতুন শিফটের মানুষগুলোকে। কিন্তু প্রায় সাত বছর বয়সে আমি নিজে প্রথম ওই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম—বাবার জন্য খাবারের কেঁড়ে হাতে নিয়ে।

কারখানায় কাজ চলত ১২ ঘণ্টা করে দুই শিফটে, তবে এমনও দিন গেছে যে (সময়সূচী গোলমাল হয়ে গেলে) শ্রমিকদের একটানা ১৮ ঘণ্টা কাজ করে যেতে হয়েছে। কারখানায় কোন ক্যানটিন ছিল না, খাওয়ার জন্য কোন বিরতিও ছিল না। তাই শ্রমিকদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা জলখাবার জাতীয় কিছু দ্রুত নাকে মুখে গুঁজে দিয়ে খাওয়ার কাজ সারতে হত। কারো কারো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতো তাদের বউ, মেয়ে বা বোনেরা। পরে আমি জানতে পারি যে আমার বাবা ও মায়ের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল কোন পার্কে নয়, বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়ে নয়, সঙ্গী-সাথীদের

আড্ডায় নয় বা কোন অবসর-বিনোদন কেন্দ্রেও নয় (সে সময়ে এরকম কিছু থাকা সম্ভবই ছিল না) একেবারে বাবার এই কর্মস্থলে, দ্নেপ্রোভস্কি মিলের ধাতু ঢালাই বিভাগে।

আমার বাবা তখন ঢালাই কারখানার একজন ঢালাই-শ্রমিকের সহকর্মী, আর চুল্লির ভারপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষটির নাম দেনিস মাজালভ। তাঁর কথা আমার ভাল করেই মনে আছে, বেশ গাট্টাগোট্টা, কথা কম বলেন, ঠিক একেবারে একজন রুশ কারখানা-শ্রমিকের নমুনাবিশেষ। জন্ম তাঁর ইয়েনাকিয়েভ-এ, আগে কাজ করতেন নিকোপোল-এ ; এই কারখানায় যখন তিনি আসেন তখন তাঁর পরিবারটি বেশ বড়, আর কারখানায় প্রায়ই খাবার নিয়ে আসত তাঁর সোমত্ত মেয়ে নাতালিয়া। সেখানে, ঐ চুল্লির পাশেই ২৮০ নম্বর মিলে দুই তরুণ-তরুণীর প্রথম পরিচয় হয়, আর এক বছর পরে তাঁরা বিয়ে করেন। বাবার বয়স ছিল ২৮, আর মায়ের বয়স ২০।

আমার আদি বৃত্তান্ত আর কিইবা বলতে পারি ? মেহনতীদের পরিবারগুলোতে কোনো বংশতালিকা থাকতোনা। আমি এটুকুই জানি যে আমার বাবা ইলিয়া ইয়াকভলেভিচ ব্রেঝনেভ কাজ করতে শুরু করেন দ্নেপ্রোভস্কি মিলে ১৯00 খ্রীস্টাব্দে। কুর্স্ক প্রদেশের স্ত্রেলেতস্কি জেলার ব্রেঝনেভো গ্রাম থেকে তিনি এই কারখানায় এসেছিলেন। আমাদের পরিবারের নামের মতই গ্রামের ঐ নামটিও সম্ভবত হয়েছে সেটি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার দরুন (রুশভাষায় 'বেরেগ' শব্দ থেকে—অনুবাদক) অথবা সম্ভবতঃ 'বেরেচ' ক্রিয়াপদের যে অর্থ তা থেকে, অর্থাৎ 'দেখাশোনা করা' ; অন্নদাতা জমির প্রতি কৃষকের যত্নের মনোভাবের স্বাভাবিক ইঙ্গিত এতে যথেষ্টই থাকতে পারে। পরম সম্পদ জমিকে মানুষ রক্ষা করেছে, যত্ন করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের ঘামে ও রক্তে মাটি ভিজেছে। কিন্তু

এই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা জমির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থেকেছে তাদের জীবন ছিল দারিদ্র্যে জর্জরিত ; না হলে জীবিকার সন্ধানে আমার বাবাকে দেশের ভিটে ছেড়ে আসতে হত না।

আমাদের সঙ্গে একজন থাকতেন, আমরা তাঁকে আর্কাদি কাকা বলে ডাকতাম। ঘটনাক্রমে তাঁরও পদবী ছিল ব্রেঝনেভ। আমার বাবার আত্মীয় ছিলেন না তিনি, কিন্তু একই জায়গাতে তাঁরও বাড়ি। অন্য সবার মত এই বসতিতে তিনিও এসেছিলেন কাজের সন্ধানে, আর আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। লোহা ও ইস্পাত সংক্রান্ত একটি কাজ পান তিনি এবং পরে যখন আমার মা'র ছোট বোনকে বিয়ে করেন, তখন তো সত্যি-সত্যিই তিনি আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য হয়ে গেলেন আর হলেন আমার খালু। অন্য অনেক রুশ গ্রামের মত আমাদের গ্রামেও যে একই পদবীর অনেকে ছিলেন সেটা পরিষ্কারই বোঝা যায়।

অতএব, জাতিতে আমি রুশ, সামাজিক উৎপত্তির দিক থেকে আমি প্রলেতারিয়ান, জন্মেছি ও মানুষ হয়েছি সেভাবে এবং আমি একজন বংশগত ইস্পাত শ্রমিক। নিজের কুল-পরিচয় সম্পর্কে আমার এটুকুই জানা আছে।

রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর কুল-পরিচয়টাও বোধ করি এখানেই উল্লেখ করা ভাল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রুশ শ্রমিকশ্রেণী বৃদ্ধি পেতে থাকে বিপুলভাবে এবং এর ফলে অসংখ্য মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়তে হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ঘটে আমূল পরিবর্তন। আলাদাভাবে একেক জনের ভাগ্যের পরিবর্তন আকস্মিক ব্যাপার মনে হলেও সম্মিলিতভাবে ধরলে সকলের সাধারণ ভাগ্য ছিল ইতিহাসনিয়ন্ত্রিত, এমনকি এও বলা যেতে পারে যে সে-সময় রাশিয়ায় যে কারিগরি বিপ্লব চলছিল তার দ্বারাই সকলের ভাগ্য ছিল

পূর্বনির্ধারিত। আমার মা-বাবা যে ইয়েকাতেরিনোস্লাভ-এ (বর্তমানে দনেপ্রোপেত্রোভস্ক) এসে পড়েছিলেন এবং দক্ষিণ রাশিয়ায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটাও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

এলাকাটিতে দনেৎস কয়লাখানি অঞ্চলের কয়লা আর ক্রিভয়-রঝিয়ের আকরিক লোহার সুখকর মিলন ঘটে। এ দু' জায়গার মধ্যে রেল-সংযোগ ছিল আর দ্নিপার নদী ছিল বেঝিৎসা ও ব্রিয়ানস্ক-এর মেশিনটুল নির্মাতাদের কাছে ধাতু চালান দেওয়ার বেশ যুৎসই জল-পথ। এ সব সুযোগ-সুবিধা এবং সস্তা শ্রমিকের অফুরান যোগান কেবল রুশ নয়, বিদেশী পুঁজিপতিদেরও সে জায়গায় টেনে আনে। উদাহরণস্বরূপ, দ্নেপ্রোভস্কি মিলটি বসায় বেলজিয়ান, পোলিশ ও ফরাসী পুঁজি মিলিতভাবে (ইংরেজি ক্যাপিটালকে আমাদের বসতিতে লোকেরা বলত 'কপিতাল'—রুশ ভাষার 'কপিত' শব্দ থেকে যার মানে হল স্তূপিকৃত করা) এবং মিলটি বাড়তে থাকে অভূতপূর্ব হারে ; ১৮৮৭ সালে কামেনস্কোয়েের জনসংখ্যা ছিল ২০০০, এই মিলের কল্যাণে ১৮৯৬ সালে তা বেড়ে হয় ১৮,০০০।

এই অঙ্কগুলো নেওয়া হয়েছে লেনিনের **রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ** গ্রন্থ থেকে। তিনি লিখেছেন, "যে সমস্ত ব্যাপার ঘটতে আগে সময় লাগত কয়েক শতাব্দী, এখন সেটাই ঘটছে মাত্র এক দশকে।" অনেক বছর পরে ছাত্র হিসেবে আমি এই চিরায়ত গ্রন্থটি পড়ার সময় লক্ষ্য করি, লেনিন কত বিশদ ও গভীরভাবে দেশের দক্ষিণে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। আমার মনে পড়ে, গোটা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত তাঁর বিশ্লেষণে, সমগ্র রাশিয়াকে নিয়ে তাঁর সমীক্ষায় বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের এই মহান নেতা আমাদের এলাকাটিকে চিহ্নিত করেছেন দেখে, আর এমনকি পূর্বেকার কামেনস্কোয়ে গ্রামটির অতীত

সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন, বর্তমান অবস্থা জেনেছেন এবং তার ভবিষৎকেও প্রত্যক্ষ করেছেন দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম।

১৮৮০-এর দশকে সেন্ট পিতার্সবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ, পের্ম ও ভ্লাদিমির ছিল রাশিয়ায় কারিগরি দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রসর, কিন্তু ১৮৯০-এর দশকে ইয়েকাতেরিনোস্লাভ পুরনো শিল্পকেন্দ্রগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়ে রাজধানীর পরের স্থানটি অধিকার করে। দশ বছরে উরালস-এর 'বাষ্প শক্তি' বৃদ্ধি পায় আড়াই গুণ, কিন্তু দক্ষিণে তা বাড়ে ছয়গুণ। তাছাড়া দক্ষিণে, উরালস-এর মতো কাঠের পরিবর্তে, শিল্প কারখানায় জ্বালানি ছিল কয়লা ; লোহা আর পুরনো 'কোল্ড-ব্লাস্ট' পন্থায় গলানো হত না এবং ধাতুর কাজে 'ব্লুমিং' পদ্ধতি বদলে গিয়ে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে "দক্ষিণাঞ্চল এখন গড়ে ওঠার যুগে আর উরালস যেরকম প্রাচীন এবং সেখানকার কর্মপদ্ধতি যেমন 'আবহমান কাল থেকে চলে আসছে,' এই অঞ্চল ঠিক তেমনই নবীন। এখানে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে গড়ে ওঠা বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী শিল্প কোন চিরাচরিত প্রথাকে, কোন সামাজিক-ভূসম্পত্তিগত কিংবা জাতিগত বিভাজনকে, জনসাধারণের নির্দিষ্ট কোন অংশের বিচ্ছিন্নতাকে আমল দেয় না।"

আগেই বলেছি, এই সবই আমি পড়েছি এবং উপলব্ধি করেছি পরে, আমার ছাত্র-জীবনের বছরগুলোতে। কিন্তু লেনিন তখন যা লিখছিলেন, ছেলেবেলায় আমি সেটাই দেখেছি স্বচক্ষে আর সেই সবই তখন থেকেই আমার মনে আছে। নানা ভাষায় লোকজনের কথা বলা, নানা প্রদেশ থেকে আসা বিস্ময়ে-হতবাক কৃষককুলের আমাদের বসতি এলাকায় আস্তানা নেওয়া, অস্থায়ী ব্যারাক গড়ে ওঠা, বাত্যা চুল্লি ও মুখ-খোলা চুল্লি আর শক্তিশালী ঢালাই কারখানা

তৈরি হওয়া—এ সবই আমার মনে আছে একেবারে খুঁটিনাটি সহ। জনপদে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এ মিলটিই ছিল তখন দক্ষিণের সবচেয়ে বড় কারখানা। আমাদের কাছে সেটি ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, আর আমি, অন্যসব শ্রমিকের ছেলের মতই, জানতাম যে বাবার মতো আমিও একদিন যাব ওই চুল্লি, ওই গনগনে আগুনের কাছে। জনপদটির কেউই জীবনে অন্য কিছু করার কথা ভাবতো না। কারখানার কর্মব্যস্ততার একটানা শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে সকলকে জানান দিত নিজের অস্তিত্ব, আর আমিও জানতাম আমার হবে ঐ জীবন।

তখনকার দিনে এই কারখানাটিকে মনে করা হত যান্ত্রিক দিক দিয়ে বেশ উন্নত, যদিও তখন কর্মশালাগুলোয় ভারি জিনিস বহন করার কনভয় এবং উত্তোলক টেবিল ছিল না। ওয়াগন খালাস করা হত বেলচা দিয়ে, চুল্লিতে কয়লা দেওয়া হত বেলচা দিয়ে, একটা বিষণ্ণ ঘোড়া কালো ধাতব পিণ্ডগুলো টেনে আনত তাতানো চুল্লিতে যেখানে সারাক্ষণ কাজ করতেন আমার দাদু দেনিস। চুল্লি থেকে তেতে সাদা হয়ে যাওয়া প্রায় আধটন ওজনের এক একটি ধাতুপিণ্ড আংটায় বাঁধিয়ে টেনে নেওয়া হত মিলে, তারপর কায়িক শক্তিতেই সেটি চালান করা হত এক খাঁজ হতে অন্য খাঁজে এবং শেষ ধাপ থেকে তখনও প্রচণ্ড গরম কিন্তু রোল-করা ধাতুপিণ্ডটি সাঁড়াশি দিয়ে ধরে ঠেলে দেওয়া হত ধাতু ঠাণ্ডা করে খণ্ড করার জায়গায়।

অ্যাপ্রন ও একজোড়া দড়ির জুতো পরা, লম্বা, চওড়া কাঁধের একজন শ্রমিক সব সময় তৈরী অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন এমন একটা জায়গায় যাকে সকলে বলত 'ফাঁস'। সব সময় তটস্থ হয়ে থাকার দরুন যে উত্তেজনার মধ্যে ওঁকে থাকতে হত তার ছাপ আমি লক্ষ্য করতাম ওঁর শরীরে। হাতে সাঁড়াশি নিয়ে সর্বদাই তৈরি থাকতে

হত ওঁকে। যখনই রাগে ফোঁস ফোঁস করতে-থাকা সাপের মত গনগনে-লাল লৌহপিণ্ড সামনের দিকে ছুটে এসে স্ট্যাণ্ডে আছড়ে পড়ত, উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে সাঁড়াশি দিয়ে জাপটে ধরে প্রবল জোরে মোচড় দিয়ে ফেলে দিতেন আর এক সেট রোলারের ওপর। সেই মুহূর্তে আমার কাছে ওঁকে মনে হত অসম-শক্তিধর একজন মানুষ বলে, রূপকথার একজন দৈত্য বলে। আর এই মানুষটিই ছিলেন আমার বাবা।

আমায় দেখতে পেলে বাবা চিৎকার করে ডাকতেন আর্কাদি কাকা বা আমাদের প্রতিবেশী লুকাকে কিংবা অন্য কোন শ্রমিককে তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়াবার জন্য; তারপর হাতে-মুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে কর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসতেন; বাইরে রোদের মধ্যে এসে তাঁর ভুরু কুঁচকে যেত, ছোট-খাটো ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসে পড়ে তিনি দুপুরের খাওয়া সেরে নিতেন। খাওয়ার সময় কোন কথাই বলতেন না তিনি। সময় সময় আমার মাথায় তাঁর কড়াপড়া হাত বুলিয়ে আদর করতেন আর জিজ্ঞাসা করতেন বাড়ির খবরাখবর, জানতে চাইতেন মা কেমন আছেন। খাওয়া সব সময় শেষ হত একইভাবে। অর্থাৎ বাবা আমায় বলতেন, "যাও, এবার একটু ঘুরে বেড়াও।" আর আমি, এরপর তাঁকে কি খাটুনি খাটতে হবে তার বিন্দুবিসর্গও না বুঝে বন্ধুদের সঙ্গে ছুটে চলে যেতাম ধোঁয়া ওগরানো চিমনির কাছে, যেখানে শেষ হয়েছে মিলটির উন্মুক্ত প্রান্তর।

উইলো ঝোপের সারি দিয়ে তৈরী মিলের সীমানার বেড়া। সেই ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আমরা গিয়ে পড়তাম দ্নিপার নদীতে। এ জায়গাটিতে নদীর পাড় ছিল খুব উঁচু ও খাড়া। উঁচু জায়গাটায় দাঁড়ালে আমাদের সামনে উন্মুক্ত হত বিশাল এক প্রান্তর।

নীচে, জলের রং দেখাতো হাল্কা নীল আর দেখা যেত ঝোপে-ঝাড়ে ভরা ছোট্ট একটা সবুজ দ্বীপ। কিন্তু আরো দূরের সবকিছুকেই মনে হত একটা গাঢ় নীল অস্পষ্টতায় ঢাকা। আমাদের কাছে নদীটি, অনেক দূরের অপর পারের মাঠ-ঘাট আর নিকোলাইয়েভকা ও কুরিলোভকা গ্রাম দুটি ছিল দুনিয়ার শেষ প্রান্ত।

ছেলেবেলা ছেলেবেলাই। দ্নিপার নদীর ধারের সবকিছুই আমাদের কাছে ছিল আনন্দের। খাড়া পাড় বেয়ে আমরা নদীতে নেমে যেতাম। জলে হুটোপুটি করতাম, সাঁতরে গিয়ে উঠতাম দ্বীপটিতে। কিন্তু বসন্তে নয়। বন্যার সময় দ্বীপের গাছগুলো ডুবে যেত আর দূরে ওপারের তীর প্রায় দেখাই যেত না। 'দ্নিপারের মাঝ-দরিয়ায় উড়াল দিতে পারে এমন পাখি বিরল—' গোগোলের এই কথাগুলো এখন মনে করলে আমি ভাবি যে নদীটি সম্পর্কে এই চিত্র নিশ্চয়ই তাঁর মনে এসেছে তাঁর শৈশবের স্মৃতি থেকেই।

নিজের ছেলেবেলার কথা ভাবতে সব সময়েই ভাল লাগে। কিন্তু কেবল নিজে ছোট ছিলেন বলেই অতীতকে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করার যে ভুল স্মৃতিকথার লেখকরা প্রায়ই করে থাকেন, আমি তা এড়াতে চাই।

২

আমাদের পরিবার বাস করত শ্রমিক বসতির আকসিওনভ স্ট্রিটে; লোকে এই বসতি এলাকাকে বলত 'নিচুতলার কলোনি'। আমার জন্ম সেখানেই, ১৯০৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। এই একই ঘরে আমার ভাই ইয়াকভ এবং বোন ভেরাও ভূমিষ্ঠ হয়।

বসতির অধিবাসীদের আত্মিক চাহিদা মেটানোর কাজ করত বসতি অঞ্চলের দুটি অর্থডক্স চার্চ, একটি ক্যাথলিক চার্চ, একটি

লুথারীয় চ্যাপেল এবং একটি ইহুদি উপাসনালয়। আর এই হল সব। অন্য 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর' শুরু কারখানা গেট থেকে—স্ত্রিগুলিনের সরাইখানা, স্মিরনভের সরাইখানা, আরো অসংখ্য সরাইখানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার মদের দোকান।

কিন্তু জনবসতিটির দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকাতে, 'ওপরতলার কলোনি' ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ। সেটা কারখানার ব্যবস্থাপনা অফিসারদের ; প্রশস্ত, আরামদায়ক দোতলা সব বাড়ি। এমনকি কারখানার লম্বা বা খাটো, গোল বা আটকোণা আকৃতির অনেকগুলো চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া উঠতো তাও সে বাড়িগুলোর দিকে না গিয়ে আসতো শ্রমিক বসতির দিকে। পরে আমি বুঝেছি-লাম যে এই পরিকল্পনা তৈরির সময়ই দ্নিপার অঞ্চলের বায়ু প্রবাহের গতিবিধি খেয়াল করা হয়েছিল। তাই আমার শৈশবের আকাশ ছিল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আর আমাদের বাড়িগুলোতে পড়ে থাকত ঝুল-কালির আস্তরণ।

শ্রমিকদের 'ওপরতলার কলোনিতে' যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে সন্ধ্যায় বিজলী বাতির আলো ঝলমল করত—বাতাসভরা টায়ারঅলা জুড়িগাড়ি চলত পথে, আর তা থেকে নামতেন দেখতে জাঁকালো ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকেরা। সে একেবারে আলাদা জাতের মানুষ—নাদুস-নুদুস, পরিপাটি বেশভূষা, উদ্ধত। নিভাঁজ টুপি আর ভেলভেট কলারের কোট পরা একজন ইনজিনিয়ার কোন শ্রমিকের সঙ্গে কখনও করমর্দন করতেন না, কিন্তু কোন শ্রমিক ইনজিনিয়ার বা ফোরম্যানের কাছে গেলে শ্রমিকটি তাঁর মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নেবেন বলে ধরে নেওয়া হত। আমরা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা কেবল মিউনিসিপ্যাল পার্কের রেলিঙের বাইরে দাঁড়িয়ে

তাকিয়ে থাকতাম পার্কের ভেতরে ত্রাস্ ব্যাণ্ডের তালে তালে 'ভদ্র নরনারীর' ইতি-উতি পদচারণার দিকে।

বর্তমানকে বোঝার ও তার মর্মোপলব্ধির জন্য চাই অতীতকে সঠিক আলোকে দেখতে পারার ক্ষমতা।

"কামেনস্কোয়ে কারখানায় যে পীড়নমূলক কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় অন্য কোথাও তা আছে কিনা সন্দেহ," আমাদের বসতিতে বিলি করা বলশেভিকদের একটা লিফলেটে এই কথাগুলো লেখা ছিল। "কোনরকম ছুটিছাটা ছাড়া সারা বছর ধরে কোথায় কাজ হয়? অন্য কোন্ জায়গায় শ্রমিকদের দিনে বার ঘণ্টা এমনকি আঠার ঘণ্টা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয় খাওয়ার জন্য কোন বিরতি ছাড়াই। দালান মেরামত এবং মেশিন ও যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করার জন্য শ্রমিকদের মজুরি থেকে টাকা কেটে নেওয়ার কথা কে কবে শুনেছে? স্পষ্টই বোঝা যায়, যারা আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে তারা আমাদের পরিশ্রম থেকে মুনাফা লুটেই খুশি নয়, যে-কোন সুযোগে আমাদের জরিমানা করার জন্য তারা সব-সময় উদ্গ্রীব। ···দিন-রাত খেটে, সারাক্ষণ নোংরা আর ঝুলকালির মধ্যে থেকে আমরা বাঁচি কেবল নিজেদের পেট খালি রেখে মালিকদের পকেট ভারি করার জন্যেই।"

দক্ষিণ রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবী ইতিহাস খুবই সুবিদিত। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এ-অঞ্চলে প্রথম সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল ১৮৮৫ সালে। এরকম একটি গ্রুপ কামেনস্কোয়েতে কাজ করছিল এবং লেনিনের পত্রিকা 'ইসক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) নিয়মিতভাবে গোপনে আমাদের বস-তিতে আসতো। বিভিন্ন সময়ে লেনিনের নির্দেশে ই. ক. লালায়ান্তস,

ভ. প. নোগিন, ভ. আ. শেলগুনভ, ম. গ. ৎসখাকায়া, র. স. জেম-লিয়াচকা, ভ. ভ. ভরোভস্কি, প. ন. লেপেশিনস্কি এবং গ. ক. অর্জনিকিদ্জের মত লেনিনের শিষ্য ও সহকর্মীরা এই এলাকায় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন। যাঁরা সচেতনভাবে বিপ্লবী পথের পথিকৃৎ ছিলেন, সেই শ্রমিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী থেকে আমি তিনজনের কথা আলাদাভাবে বলতে চাই।

'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য ইয়েকাতেরিনোস্লাভ সংগ্রামী লীগ' ১৮৯৭ সালে সংগঠিত করেছিলেন ইভান বাবুস্কিন, যাঁকে লেনিন বর্ণনা করেছেন পার্টির গর্ব ও একজন জনপ্রিয় বীর বলে। লেনিন লিখেছেন, "এইসব মানুষ না থাকলে রুশ জনগণ চিরতরে ক্রীতদাস ও ভূমিদাস হয়ে থাকতেন। আর এই এঁরা থাকায় রুশ জনগণ অর্জন করবেন সর্বপ্রকার শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।"

বাবুস্কিনের দলের মাধ্যমেই গ্রিগোরি পেত্রোভস্কি আসেন বিপ্লবী আন্দোলনে। এই শ্রমিক-বিপ্লবী, যিনি আমাদের পার্টির একজন অগ্রণী কর্মী হন, তিনি যে কারখানায় টার্নার হিসেবে কাজ করতেন সেই কারখানাটির নাম পরে তাঁর নামানুসারেই হয়। ইয়েকাতে-রিনোস্লাভ শহরটির নতুন নামকরণ দ্নেপ্রোপেত্রোভস্কও করা হয় তাঁর অবদানের স্মৃতিরক্ষার্থেই।

তৃতীয় যে-জনের নাম আমি করতে চাই তিনি হলেন নিকিফর ভিলোনভ। তিনি অন্যদের চেয়ে কম পরিচিত। কিন্তু তিনিও ছিলেন মুক্তি সংগ্রামের একজন বীর ও শহীদ। ১৯০৩ সালের গ্রীষ্মে যখন গোটা রাশিয়ায় ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়, তখন তিনি ইয়েকাতেরিনোস্লাভে ইসক্রা আর-এস-ডি-এল-পি (রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি—অনুবাদক) কমিটির সদস্য হন।

পার্টিতে তাঁর নাম ছিল মিখাইল জাভোদস্কোয় (রুশ 'জাভোদ'— 'কারখানা' শব্দটি থেকে—অনুবাদক), আর সত্যিই তিনি ছিলেন একজন কারখানার মানুষ, একজন দক্ষ টার্নার এবং মনের দিক থেকে একজন খাঁটি শ্রমিক।

আর-এস-ডি·এল-পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পার্টি ভাগ হওয়ার খবর জেলায় যখন পৌঁছোয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই ভিলোনভ নিজেকে একজন বলশেভিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি লেনিনকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হওয়ায় চিঠির জবাব আর কোনদিন পাননি। লেনিন কিন্তু তাঁর চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এবং এই চিঠি দুটি একে অন্যের সাথে মিলিত হয় অনেক দশক পরে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইন-স্টিটিউটের নথিপত্রে। লেনিনের জবাবে ক্রুপস্কায়ার হস্তাক্ষরে এই কথাগুলো লেখা ছিল : মিশা জাভোদস্কি ২২।১২ এর কাছে প্রেরিত।

তাছাড়া, আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তাঁর 'আমাদের সাংগঠনিক ইতিকর্তব্য সম্পর্কে জনৈক কমরেডের কাছে লেখা চিঠি' পুস্তিকাটিতে '...শহরের একজন কারখানা শ্রমিকের' মতামত অন্তর্ভুক্ত করে-ছিলেন। লেনিন ও ভিলোনভের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় তারও ছয় বছর পর প্যারিসে এবং ক্রুপস্কায়া যখন জানান যে জনৈক মিশা জাভোদস্কি ইয়েকাতেরিনোস্লাভ থেকে কয়েকটা চমৎকার চিঠি পাঠি-য়েছিলেন, ভিলোনভ হেসে বলেছিলেন, "ওতো আমিই"। একমাত্র তখনই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়েছিল।

ভিলোনভ বিপ্লবীর স্বাভাবিক পথই পরিক্রম করেছেন—গ্রেপ্তার, নিঃসঙ্গ বন্দীশালা, কারাগার, জেল থেকে পলায়ন, পুনরায় গ্রেপ্তার,

নির্বাসন। পুলিস তাঁকে স্যাঁতসেঁতে ঘরে আটকে রাখে, পিটিয়ে তাঁর ফুসফুস জখম করে দেয়, আর অল্পদিনের মধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি হয়ে ওঠেন পার্টির একজন বিশিষ্ট সংগঠক ও প্রচারক এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন সমবায় শ্রমিকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতের চেয়ারম্যান। তখন তাঁর বয়স সবে বাইশ।

মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় তিনি দেশত্যাগ করে কাপ্রিতে বসবাস করতে যান, সেখানে তিনি পার্টির নানা উপদলের সংঘাতের মধ্যে পড়ে যান। তখন সময়টা ছিল কঠিন এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা ও অন্যরা—'অতজোভপন্থী', 'গড বিল্ডার্স,' 'এম্পিরিওমনিস্ট'—সৃষ্টি করেছিল বিপুল ভাবাদর্শগত বিভ্রান্তি। একজন শ্রমিক বিপ্লবীর পক্ষে এই সমস্ত কিছু বিচার করা সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু লেনিনকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেখা লেনিনের চিঠির কথা অনেকেই জানেন। তাতে তিনি মিখাইল জাভোদস্কির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন এবং শ্রমিকশ্রেণী যে তার নিজস্ব পার্টি গড়ে তুলবে এই গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন—"তিন-তিনবার অভিশপ্ত দেশত্যাগীর দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝে মাঝে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বলে মনে হয় তার চেয়েও আগে তারা তা গড়ে তুলবে ; কিছু কিছু বাইরের লক্ষণ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা দ্বারা বিচার করলে, যতটা ভাবা যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি নিশ্চিতভাবে তারা তা গড়ে তুলবে। মিখাইলের মত লোকজনই তার গ্যারান্টি।"

ঠিকই, বাবুস্কিন, পেত্রোভস্কি, ভিলোনভ-এর মত এবং এমনি আরো হাজার মানুষই ছিল এর গ্যারান্টি। আর আমি এই নিবেদিতপ্রাণ

যোদ্ধাদের কথা লিখছি এ কথাটাই আরো পরিষ্কার করার জন্য যে রাশিয়ার শ্রমিকরা কেন সবসময় লেনিনকে, বলশেভিকদের, কমিউ-নিস্টদের মহান পার্টিকে অনুসরণ করেছেন। দ্নোপ্রোভস্কির শ্রমিকরা ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। পিতার্সবুর্গ, মস্কো, ইভানোভো-ভজনেসেনস্ক, কিয়েভ, ইয়েকাতেরি-নোস্লাভ, লুগানস্ক এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কামেনস্কোয়ে বসতিতেও একটি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। বলশেভিকরা এর কাজের ধারা স্থির করে এবং কারখানার বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি বলশেভিক ই. ম. বেসেদভ এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরে আমি তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা করি, কারণ গৃহযুদ্ধের পর তিনি হয়েছিলেন আমাদের শহর সোভিয়ে-তের চেয়ারম্যান এবং তারপর আমাদের কারখানার ডিরেকটর।

প্রথম রুশ বিপ্লব পরাস্ত হওয়ার পরও সংগ্রাম চলতে থাকে। পাইকারী গ্রেপ্তার, ভাবাদর্শগত দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা এই এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়তে পারেনি। সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। গোপন গ্রুপগুলো বছরের পর বছর ধরে কাজ করে গিয়েছিল অব্যাহতভাবে। ধর্মঘট হয়েছে, বেআইনীভাবে হয়েছে মে-দিবসের মিছিল-জমায়েত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর **প্রাভদায়** খবর প্রকাশিত হয়, "কামেন-স্কোয়ে কারখানায় গতকাল পুলিস এক রাজনৈতিক সমাবেশ করার চেষ্টার অভিযোগে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।" এর পরের আরেকটি সংখ্যায় পত্রিকাটি জানায়, "কামেনস্কোয়ে মিলে ৩২ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" কিন্তু শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোবল ভাঙ্গা যায়নি।

১৯১৬ সালে আমাদের মিলে প্রচারিত এক ইশতেহারে আহ্বান জানানো হয়: "একমাত্র দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে, একমাত্র দ্বিতীয় নিকোলাই-এর জরাজীর্ণ স্বৈরাচারকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে এবং ধ্বংসাবশেষের ওপর এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি নরবলির বিভীষিকার পুনরাবৃত্তি থেকে।··· আমাদের সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ ও সার্বজনীন হোক, কেননা ঐক্যের মধ্যেই শক্তি নিহিত।"

অবশ্যই ওই সময়ে আমি এই সব ইশতেহার পড়িনি, আমরা যারা ছোট ছিলাম তাদের মে দিবসের জমায়েতে নিয়ে যাওয়া হত না, এবং সাধারণভাবে সবকিছু আমাদের কাছে মোটেই পরিষ্কার ছিল না এবং সবকিছু বোঝার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না। কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠছিলাম এই পরিবেশেই। গোড়া থেকেই শ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার কাছে ভাল লাগত। বড়দের কথাবার্তা আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম এবং দেখতাম ধর্মঘট চলার কঠিন দিনগুলোতে তাঁদের আচার-আচরণ কেমন হত। আমি বলতে পারি, মেহনতীদের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলোর অভিব্যক্তি আমি দেখেছি একেবারে অল্প বয়সেই।

শ্রমজীবীদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, ধৈর্য তাঁদের অসীম, নিজেদের কাজ সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিফহাল, আর তা ভালভাবে করতেই তাঁরা অভ্যস্ত। এমনকি জারের আমলেও, আর শোষিত হওয়ার অবস্থায়ও খারাপ কাজ করা তাঁদের ধাতে ছিল না, কারণ নিজেদের নৈপুণ্যকে তাঁরা সব সময়েই মনে করেন মূল্যবান, নিজেদের শ্রমের প্রতি তাঁরা পোষণ করেন শ্রদ্ধার মনোভাব। মানবজাতির প্রায়

সমস্ত সম্পদই সৃষ্টি করেছে তাঁদের পেশীবহুল বাহু, কিন্তু নিজেরা সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ নন, নিজেদের আত্মাকে তাঁরা বলি দেননি লালসার যুপকাষ্ঠে, আর এই আত্মাতেই অধিষ্ঠিত থাকে ঔদার্য, সাহস এবং ন্যায়বিচারের আকুতি। শ্রমজীবীদের উদ্ভাবনী-শক্তি রয়েছে, রয়েছে চট করে সবকিছু বোঝার ক্ষমতা এবং এক প্রাণবন্ত মন ও খোশ-মেজাজের অধিকারী তাঁরা, তাঁরা সংকল্পে অটল, সাহসী এবং সত্যিকারের বন্ধু, কমরেডদের সাহায্যের জন্য তাঁরা যে কোন সময়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। কারখানার সিটি সকলকে শিফটের কাজে আসার জন্য ডাক দেয়, কিন্তু সে আওয়াজ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধও করে, আর জেগে ওঠে সংহতির, সাধারণ স্বার্থবোধের, প্রলেতারীয় একতার সুমহান মনোভাব যা পরিণত করেছে নানা বয়স ও অভিজ্ঞতার, ভিন্ন ভিন্ন আচার-আচরণের ও অধিজাতির লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক পরাক্রমশালী, একশিলাসদৃশ এবং সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণীতে।

এই শ্রেণীতেই আমার জন্ম, আমি মানুষ হয়েছি এই পরিবেশেই, বলা যেতে পারে, এই শ্রেণীর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার বাবা ছিলেন একজন শ্রমিক। আমার দাদু, আমার মামারা, কাকারা সবাই ছিলেন শ্রমিক, আর যখন সময় হল আমিও গেলাম কারখানায় কাজ করতে; আমার পর কাজে লাগল আমার ভাই, আমার বোন, আর ভগ্নিপতি।...ব্রেঝনেভ পরিবার দেশের কারখানায় নিয়োগ করেছে নিজেদের জীবনের বহু বছর। আমাদের নাম আজও পাওয়া যাবে সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকদের তালিকায়।

৩

আমাদের পরিবার সম্পর্কে আরো খানিকটা বিস্তারিতই বলি কেননা পরিবারেই কোন ব্যক্তির চরিত্র, জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির

উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমার বাবা ও মাকে ভোগ করতে হয়েছে জারতন্ত্রী নিপীড়নের পুরো যন্ত্রণা ; জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তাঁদের কাটাতে হয়েছে কঠিন অবস্থার মধ্যে, কিন্তু বাড়িতে সব সময়ে একটা মিলমিশের পরিবেশ ছিল। এমন হয়ত হত যখন কথা কাটাকাটি এড়ানো সম্ভব হত না, কিন্তু আমরা ছোটরা কখনই তা বুঝতাম না এবং রাগে গলা চড়িয়ে কথা বলতেও আমরা কখনও শুনিনি।

আমার বাবা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির কড়া ধাতের মানুষ। তিনি আমাদের প্রশ্রয় দিতেন না, কিন্তু যতটা মনে পড়ে, আমাদের কোন-দিন শাস্তিও দেননি। বোঝাই যাচ্ছে, তার প্রয়োজনও হয়নি। বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই আমরা বড় হয়ে উঠেছি। বাবা ছিলেন লম্বা-পাতলা গড়নের, বেশির ভাগ ঢালাই-কারখানার শ্রমিকের মতই ছিলেন প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী। তাঁর চেহারা ছিল চমৎকার আর চোখ দুটিও ছিল খুব সৌজন্যপূর্ণ। নিজের চেহারার দিকে তিনি সবসময় নজর রাখতেন, এমনকি বাড়িতেও থাকতেন পরিষ্কারভাবে দাড়ি কামিয়ে, নিজেকে রাখতেন ফিটফাট, আর পছন্দও করতেন পরিপাটি ও ছিমছাম সবকিছু। আর তাঁর এই সব অভ্যাস যে আমরাও পেয়েছি সেটা বোঝাই যায়। বাবার আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি কোন ছল-চাতুরি করতেন না ; ছিলেন সোজা ও খাঁটি কথার মানুষ ও দৃঢ়চেতা ; বন্ধুরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমরা ছোটরা এদেখে খুশি হতাম।

“কোন কিছু করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে,” বাবা আমায় বলতেন। “যদি সংশয়ে পড় সত্যি কথা বলবে ; কোন কিছু করতে ভয় পেলে তা করবে না ; কিন্তু যদি করেই ফেল তবে ঘাবড়ে

যেও না। যদি মনে কর তুমিই ঠিক তবে শেষ পর্যন্ত তা সমর্থন করে যাবে।"

তিনি মুখে যা বলতেন, কাজেও তাই করতেন, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা ছিল না।

কামেনস্কোয়ের লোকজন ছিলেন পাঁচমিশেলি। কারখানার ব্যবস্থাপনার কর্মীদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী, বেলজিয়ান ও পোল। শ্রমিকদের মধ্যেও ছিলেন যথেষ্ট পোল, কিন্তু স্থানীয় লোক অর্থাৎ উক্রাইনীয়রাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি; আর ছিলেন ইয়েলেৎস, কুর্স্ক, ওরেল ও কালুগা প্রদেশ থেকে আসা কৃষকরা। বাবা শ্রমিক-দের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করতেন না, কিংবা এখন আমাদের কথাটা যেভাবে বলা উচিত, তিনি মানুষকে ভাগ করতেন জাতীয়তা দিয়ে নয় শ্রেণী অনুযায়ী। আর যতটা মনে পড়ে, ওই সময়ে রুশ হলেও একজন পুলিশ অফিসার বা ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে আমার কাছে মনে হত অপরিচিত, আর পোল বা রুশ যাই হোক না কেন, কোন শ্রমিকের ছেলেকে মনে হত নিজেদের লোক বলে।

বিপ্লবের পর কারখানায় যখন থেকে দিনে আট-ঘণ্টার কাজ চালু হল এবং আমাদের তৃতীয় একটা শিফট তৈরি করতে হল, আমার বাবাকে করা হল জব-ফোরম্যান। ঢালাই শ্রমিক হিসেবে তিনি বহু বছর ধরে কাজ করেছেন এবং নিজের কাজে তাঁকে একজন ওস্তাদ বলেই মনে করা হত, কিন্তু তাঁর নতুন কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানও থাকা দরকার। জব-ফোরম্যানকে খোলা-চুল্লির কর্মশালায় জানতে হবে যে আকারের মাল তৈরির নির্দেশ আছে তার জন্য কোন্ ধরনের ব্লক দরকার, কি ধরনের ইস্পাত ব্যবহার করতে হবে, তাপজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য কিভাবে তাপ প্রয়োগ করতে হবে,

ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো সত্যিই ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেব-নিকেশের ব্যাপার, কিন্তু নিজের বহু বছরের অভিজ্ঞতা আর স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে বাবা কাজটা আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন।

সোভিয়েত আমলে আমরা উঠে গেলাম পেলিন স্ট্রিটে, কারখানার তৈরি করা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ির এক ব্লকে। সেখানে আমাদের দেওয়া হল একতলায় দু কামরার একটা ফ্ল্যাট। বাবা একটা ঘর ছেড়ে দিলেন কাকাকে। একসঙ্গে মিলে আমরা ভালভাবেই ছিলাম আর আমাদের দিনগুলোও কাটছিল হাসি-খুশির মধ্য দিয়ে; বাড়িতে আসতেন প্রচুর অতিথি-অভ্যাগত, গান আর কথাবার্তা চলত মাঝরাত পর্যন্ত। মা না খাইয়ে কাউকে বাড়ি যেতে দিতেন না। আমাদের বাড়িটা ছিল ত্রিভুজনায়া স্টেশনের কাছে। সে সময়ে ওটা ছিল শহরের প্রান্ত এলাকা। বাড়ির পিছনে ছিল একটা ঘাসে ছাওয়া আঙিনা, তাতে ছিল লোকাস্ট গাছ, ভোর শুরু হত পাখির গানে।

আমার বাবা হয়েছিলেন কঠিন কাজে আগুয়ান শ্রমিকদের একজন এবং পরে একজন স্তাখানোভবাদী (নির্দিষ্ট কোটার চেয়ে বেশি উৎপাদনকারী শ্রমিক)। সাধারণভাবে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। নিজের সন্তানদের জীবন ভালভাবে শুরুর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, আমরা সবাই কাজ করতাম এবং পরিবারকে সাহায্য করতাম, আর তখন আমাদের মনে হয়েছিল, তাঁর অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন, তাঁর বয়স তখন ষাটও হয়নি।

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বাবা কারখানার স্বার্থের কথা ভেবেছেন। নিজের স্বদেশ এবং পৃথিবীতে কি ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল বিপুল। তাঁর সঙ্গে একটা আলোচনার কথা আমার মনে গেঁথে

আছে। তখন থেকেই আমি মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ করি এবং এখানে সেটাই লিখছি। সেদিন আমি শিফট থেকে ফিরে প্রতিদিনের মত কারখানার কথা বাবাকে বলছিলাম। কিন্তু তিনি কিছু একটা ভাবছিলেন এবং আমার কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—

"লিওনায়া, পৃথিবীতে সব থেকে উঁচু পর্বত কোনটা?"

"এভারেস্ট।"

"সেটা কত উঁচু?"

"ঠিক মনে করতে পারছি না," বললাম আমি, "নয় হাজার মিটারের মত হবে—কেন এটা জানতে চাইছেন?"

"আর ইফেল টাওয়ার কতটা উঁচু?"

"মনে হয়, তিনশো মিটার।"

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে মনে হিসাব করে তারপর বললেন, "বুঝলে লিওনিদ, আমাদের বললে আমরা তার চেয়েও উঁচু একটা টাওয়ার বানাতে পারি। আমরা তেমন ইস্পাত তৈরি করে বানাতে পারবো ছয়শো মিটারের মত উঁচু একটা টাওয়ার।"

"কিন্তু কেন বানাবে বাবা?"

"আর সেটার মাথায় থাকবে একটা আড়াআড়ি দণ্ড, সেখানে আমরা হিটলারকে ফাঁসিতে লটকাতে পারি। যাতে করে চারদিকেই কয়েক মাইল দূর থেকে লোকে দেখতে পায় যারা যুদ্ধ বাধাতে চায় তাদের দশা কি হবে। হিটলারই হয়ত এরকম একমাত্র ব্যক্তি নয়, হয়ত আরো অনেক আছে। তাদের জন্যও জায়গা থাকবে। সেটা হলে কেমন হয় বলতো?"

সারাটা জীবনই যিনি একজন শ্রমিক, তাঁর মাথায় এই সব চিন্তা! আর সেটা কখন? যুদ্ধের অনেক আগে, আমাদের জয়লাভের অনেক

আগে, যে বিচারে নাৎসি পাণ্ডাদের চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত করা হল, সেই নুরেমবুর্গ বিচারেরও বহু আগে। মার্কসীয় তত্ত্ব তিনি পড়েননি। কিন্তু আমরা যাকে বলি একাত্মতা, সেই শক্তিতে তিনি আমাদের আদর্শের মহাসত্য অনুভব করেছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের বিপদকে আর অত্যন্ত নিভুর্লভাবে প্রকাশ করেছিলেন যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর, সমস্ত মেহনতি মানুষের মনোভাবকে।

আমার মা নাতালিয়া দেনিসোভনা বাবার মৃত্যুর পর বহু বছর বেঁচে ছিলেন। আর পরিবারের সকলে যা বলেন, বাবার কাছ থেকে আমি যদি পেয়ে থাকি অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং কোন কিছু আরম্ভ করলে তা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস, তা হলে বলব মায়ের কাছ থেকে, আমি পেয়েছি সামাজিকতার, মানুষের প্রতি আগ্রহের ও হাসিমুখে বা রসিকতা বজায় রেখে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার স্বভাবটি। সারা জীবন তিনি খেটে গেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, খাইয়েছেন-পরিয়েছেন, আমাদের জামা-কাপড় কেচেছেন, অসুখ করলে আমাদের দেখাশোনা করেছেন, আর এসবের স্মৃতি মা হিসেবে একজন নারীর প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে সবার অলক্ষ্যে বিরামহীন মহৎ কাজ করে যাওয়ার প্রতি আমার মধ্যে জাগিয়েছে অক্ষয় শ্রদ্ধা।

পরে যখন আমি কাজ করেছি জাপারোঝিয়ে, দ্নেপ্রপেত্রোভস্ক, মোলদাভিয়া ও কাজাখস্তানে, আমি সুযোগ পেলেই মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি এবং সবসময়ই তাঁর প্রতি সন্তানোচিত গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করেছি। এবং আমি আরো বলব: জন্ম যিনি দিয়েছেন, খাইয়ে-পরিয়ে যিনি মানুষ করেছেন, সেই জননীকে যে ভালবাসে না, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সে ব্যক্তি সন্দেহজনক। লোকে যে বলে মাতৃভূমি সে এমনিতে নয়। নিজের মাকে যে ত্যাগ

করতে এবং ভুলে যেতে পারে, সে দেশমাতৃকারও কুসন্তান হবে।

তারও পরে, যখন আমি মস্কোতে কাজ করতে আরম্ভ করি মা তখনও আমার কাছে এসে থাকতে রাজী হননি। পেলিন স্ট্রিটের সেই বাড়িতেই, মালপত্রে ঠাসা সেই একই ছোট্ট ফ্ল্যাটে, তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির সঙ্গে মা থেকে গেলেন। তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন একজন ভাল ইনজিনিয়ার। তিনি আমাদের কারখানার শপ-ফোরম্যান হয়েছিলেন। পরে আমি একটা কাহিনী জেনেছি—আমাদের পরিবারের কারো কাছ থেকে নয়, একথা কেউই তাদের চিঠিপত্রে আমায় জানায়নি। কাহিনীটা হল ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদকের মাকে ওরকম একটা ফ্ল্যাটে রাখা বেমানান, তাই তাঁরা মাকে একটা বড়, খোলামেলা, সমস্তরকম সুবিধা-ওয়ালা ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছিলেন। ততদিন দ্নেপ্রদজেরঝিনস্ক-এ গড়ে উঠেছে বিরাট এক আবাসন কর্মসূচী। কিন্তু মা কোন যুক্তিতর্ককেই আমল দিলেন না এবং আগের বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে রাজী হলেন না ও পুরনো বাড়িতেই থেকে গেলেন। বাজারের থলে হাতে তিনি দোকানে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতেন, লোকজন তাঁকে লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা বললেই চটে যেতেন। আগের মত করেই তিনি সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর বাড়িতে যাঁরাই আসতেন তাঁদের খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। বাড়িতে তৈরি তাঁর নুডলস-এর কথা আমার এখনও মনে আছে—এত ভাল স্বাদের নুডলস আমি আর কখনও খাইনি। আর সন্ধ্যা হলে বুড়ি-মানুষের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে একটা গাঢ় রঙের শালে মাথা ঢেকে তিনি গিয়ে বসতেন গেটের ধারের বেঞ্চে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার জন্য।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রেঝনেভের মায়ের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় কাজে লাগতে চাইত এমন লোকজনও অবশ্য ছিল। 'উপযুক্ত মাধ্যমে' নানা ধরনের অভিযোগ ও আবেদন জানিয়ে দেবার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করত। আর এটা আমায় মানতেই হবে যে তাঁর বুদ্ধি খাটানো আর সততাপূর্ণ বিচার-বুদ্ধির কথা জেনে, যেরকম অসাধারণ বিনয় বজায় রাখতেন তা জেনে আমি অবাক হয়েছি। এটা হল আর একটা ব্যাপার যা মা নিজের সম্পর্কে আমার কাছে বলেননি, এটাও আমি জেনেছি অন্যদের কাছ থেকে। মা মনে করতেন আমার কাজে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার তাঁর নেই। আমি আমি যে তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম ও ভালবাসতাম তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধে আমাকে যদি কাউকে সাহায্য করতে হত, ধরা যাক একটা বাড়ি পাওয়ার ব্যাপারে, সেটা করতে হত অন্য এমন কাউকে বঞ্চিত করে যিনি কোনদিনই মায়ের কাছে সে অনুরোধ করার কথা ভাবেননি বা সে সুযোগই হয়ত তাঁর ছিল না। আর সেই অন্য কাউকে সাহায্য করা হয়ত আরো বেশি দরকার ছিল। ব্যাপারটা তিনি মোটামুটি এভাবেই দেখতেন আর বেশ সহজভাবেই বলতেন, "আমার এই হাত দুটো রয়েছে," বার্ধক্যের কর্মক্লিষ্ট শিরা বের-হওয়া হাত দুটো তুলে ধরে বলতেন, "আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমার নিজের পক্ষে যা সম্ভব সবই আমি করতে পারি। কিন্তু আমার ছেলের কি করা উচিত সে কথা আমি তাকে বলতে পারব না। তাই, পারলে আমায় ক্ষমা করবেন।"

১৯৬৬ সালে তিনি মস্কোতে আমার কাছে চলে আসেন। নিজের প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীদের দেখে যাওয়ার জন্যই তিনি বেঁচে ছিলেন ; শান্ত পরিবেশে তিনি সেখানে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর অন্তরে ছিল শান্তি,

তাঁর পরিচিতরাই ছিলেন তাঁকে ঘিরে, আর তাঁর প্রথম সন্তানের প্রতি জনগণ ও পার্টি যে আস্থা অর্পণ করেছেন তাতে তিনি গর্ববোধ করতেন। এবং আমার সারাদিনের পরিশ্রমের পর মায়ের কাছে গিয়ে বসা, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা আর তাঁর শান্ত-উজ্জ্বল চোখ দু'টির দিকে চেয়ে থাকা আমার কাছে ছিল পরম সুখের।

৪

আমি এখনো উল্লেখ করিনি যে শুধু বাবাই নন, আমার মাও লিখতে জানতেন এবং পড়াশোনা ভালবাসতেন। মায়ের যৌবনে আমাদের বসতিতে এটা বেশ খানিকটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল। আমি বড় হয়েই কেবল বুঝতে পারি যে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত লেখাপড়া শেখাবার দৃঢ় সংকল্পের জন্য আমার বাবা-মাকে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এটাই চেয়েছিলেন এবং করতেও পেরেছিলেন। নয় বছর বয়সে আমি কামেনস্কোয়ে ছেলেদের ক্লাসিক্যাল গ্রামার স্কুলের প্রিপারেটরি ক্লাসে ভর্তি হই। আমার মনে আছে মা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে আমায় ভর্তি করা হয়েছে, আর আমাদের প্রতিবেশীদের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আগে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের কখনো গ্রামার স্কুলে ভর্তি করা হয়নি এবং এখনো এসব স্কুলের দরজা এদের জন্য পুরো খুলে দেওয়া হয়নি—একটু ফাঁক করা হয়েছিল মাত্র। হয়ত এর কারণ ছিল, একদিকে ক্রমবর্ধমান শিল্প সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্ট চাহিদা এবং অন্যদিকে, রুশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর প্রভাব। তবে আমাদের একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরাদেরই ভর্তি করা হয়েছিল—মোটামুটি পনর জনে একজন—এবং ঐ বছর মাত্র সাতজন শ্রমিকসন্তান ভর্তি হতে পেরেছিল। গ্রামার স্কুলের বাকী

ছাত্ররা আসতো 'ওপরতলার কলোনি' থেকে, সরকারী কর্মকর্তা, ধনী সওদাগর ও কল-কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরিবারগুলো থেকে।

আমাদের বলা হত সরকারী 'বৃত্তিপ্রাপ্ত'। কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা কোন অনুদান পেতাম, এর মানে এইটুকুই ছিল যে পড়াশোনায় ভাল করলে আমাদের ছাত্র-বেতন মওকুফ করে দেওয়া হত। আর বেতনও অতিমাত্রায় চড়া ছিল—৬৪ স্বর্ণরুবল। এমন কি সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকও ঐ অঙ্কের টাকা উপার্জন করতেন না এবং অবশ্যই আমার বাবার পক্ষেও শত ইচ্ছা থাকলেও ঐ বিরাট অঙ্কের বেতন যোগানো সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গত, আমার সব বন্ধুর মত আমিও পড়াশোনায় ভাল ফল করেছিলাম। প্রথমত, নতুন কোন কিছু শেখাটাই চমৎকার ব্যাপার, দ্বিতীয়ত, বাবা আমার পড়াশোনার উন্নতির ব্যাপারে কড়া নজর রাখতেন এবং তৃতীয়ত, পড়াশোনায় খারাপ করার প্রশ্নই উঠতো না—কেননা তা হত বহিষ্কারের সামিল।

'ওপরতলার কলোনির' ছাত্রদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা হত, শ্রমজীবী মানুষের সন্তান আমাদের প্রতি মনোভাব ছিল তা থেকে ভিন্ন। এটা আমাদের মধ্যে একটা জেদী মনোভাব এনে দিয়েছিল এবং আমরা প্রমাণ করতে কৃতসংকল্প ছিলাম যে আমরাও পড়াশোনায় ধনী পরিবারের ছেলেদের মতই সমান ভাল, যদিও ওদের সঙ্গে অনেক বেশি নরম ব্যবহার করা হত।

আমাদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন কোভালেভিচ, তিনি ইতিহাস পড়াতেন। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল নিখুঁত, তিনি আমাদের শুধু জারের কথাই বলতেন না, পরন্তু রাজিন ও পুগাচেভ সম্বন্ধেও

বলতেন এবং তাঁর কাছ থেকেই আমি সর্বপ্রথম ডিসেমব্রিস্ট অভ্যুত্থানের কথা জেনেছিলাম এবং চের্নিসেভস্কি ও হেরজেনের নাম শুনেছিলাম। তিনি আমাদের চিন্তা করতে, সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি বুঝতে শেখাতেন এবং পরে বুঝতে পারি যে, তিনি সরকারী সিলেবাসের অনেক বাইরে গিয়ে পড়াতেন। অবশ্য আমরা অনুমান করতে পারিনি যে আমাদের শিক্ষক একজন বলশেভিক, একজন আত্মগোপনকারী পার্টি-সদস্য ছিলেন। ওটা আমরা জেনেছি পরে যখন দেনিকিনের ফৌজ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। আজকে দ্নেপ্রোদঝেরঝিনস্ক-এ কোভালেভিচের নামে একটি রাস্তা রয়েছে। হয়ত আমাদের তরুণদের সবাই জানে না কেভালেভিচ কে ছিলেন এবং ওদেরকে তাঁর কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি কামেনস্কোয়ে জুড়ে দূরাগত বজ্রধ্বনির কাঁপন লাগিয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেছে। যুদ্ধ কিন্তু চলছে, রুটির জন্য লাইন বরাবরের মত লম্বা, জমি রয়ে গেল ভূ-স্বামীদের হাতে এবং কল-কারখানাগুলিও আগেকার মালিকদেরই হাতে। আর আমাদের বসতিতে 'ওপরতলার কলোনি' তখনো পর্যন্ত 'নিচুতলার কলোনিকে' ঘৃণার চোখে দেখত, যদিও ওদের মনেও আশঙ্কা জেগেছিল। মালিকরা তখনো ছিল মালিক, শ্রমিকরা শ্রমিক।

অক্টোবরের মহান দিনগুলি আমার স্মৃতিপটে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাপ রেখেছিল। বলতে পারি স্মৃতিপটে ঐ দিনগুলি চিরতরে খোদাই হয়ে গেছে।

কারখানার সিটি হঠাৎ এক সময় অপ্রত্যাশিত জোরে বেজে উঠল এবং সময় যেন দু-টুকরো হয়ে এক নতুন জীবন শুরু করে দিল। এটা ছিল আমাদের কাছে অসাধারণ একটা কিছু এবং আমরা

বাবা-কাকাদের পেছনে পেছনে কারখানার দিকে দৌড় দিলাম। প্রায় গোটা শহরটাই একই দিকে ধাবমান। কর্মশালা থেকে লোকেরা দ্রুত বেরিয়ে এল। বহু মানুষের কণ্ঠস্বরে একট ভয়মেশানো গর্জন উঠছিল আর মানুষের মাথার এক উত্তাল সমুদ্রে চকটি ভরে গেল। ওদের মধ্যে ছিল ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথায় রণাঙ্গন ফেরতা আহত সৈনিকরা এবং এখানে-ওখানে মাথায় রুমাল বাঁধা মেয়েদেরও দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু জনতার অধিকাংশই ছিল শ্রমিক, লৌহ ও ইস্পাত শ্রমিক। সর্বজনীন উল্লাসের, সত্যিকার বিজয়ের অনুভূতির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সভায় বক্তৃতা দেন কামেনস্কোয়ের বলশেভিকদের অগ্রণী নেতা ম. ই. আর্সেনিচেভ। তিনি আমাদের বয়লার শপে কাজ করতেন, অল্প বয়সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দেন, লিফলেট ছাপানো ও বিলি করার কাজে সক্রিয় ছিলেন এবং পরে পুলিশের নজরে পড়ায় পেত্রো-গ্রাদে চলে যান। ওখানে তিনি আত্মগোপনকারী পার্টি-সংগঠনে চমৎকার কাজ করেছিলেন; কিন্তু সাইবেরিয়ার নির্বাসন এড়াতে পারেননি। ১৯১৭ সালে যাঁরা ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা—যার শেষ কথাটি ছিল "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!" —সে কথা শুনেছিলেন আর্সেনিচেভ তাঁদের একজন। পরে গৃহযুদ্ধের সময় শ্বেতবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। আমি যেখানে ধাতুবিদ্যা পড়ি সেটা ছিল মিখাইল আর্সেনিচেভের নামে ধাতুবিদ্যা ইনস্টিট্যুট।

সভায় তিনি প্রলেতারিয়েতের মহান বিজয়ের কথা বলেছিলেন, সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

এবং এই সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন। জনতার মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য বয়ে গেল এবং হর্ষধ্বনি শোনা গেল। আমার আরও মনে আছে যখন আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি শরতের ধূসর আকাশের গায়ে উড়ছে রক্তপতাকা তখন আমার হৃদ্স্পন্দন যেন মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল।

আমি আরও বলতে চাই, প্রত্যেক প্রবংশ পূর্ববর্তী প্রবংশের বিজয় অর্জিত সাফল্য নির্মাণ ও কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করে এবং সেখান থেকে ঐতিহাসিক বিকাশের এক নতুন মানে যাত্রা করে। নবীনদের কাছে কখনো কখনো মনে হয় যে প্রধান প্রধান সব জিনিসই ঘটে গেছে অতীতে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধের লড়াই, বিশাল একটি দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের বছরগুলি, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বীরত্ব —এ সবকিছুই রয়ে গেছে তাদের পেছনে। ছেলেমেয়েদের কাছে এরকমটাই মনে হয়; কিন্তু তাদের সময় আসবে, তারা তাদের জনকদের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে নেবে, আর তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের জন্যেও রয়েছে কঠিন পরীক্ষা, বিরাট সাফল্য অর্জনের ব্যাপার।

আজ এ কথা ভাবতে হৃদয় আমার আনন্দে ভরে ওঠে যে বিপ্লবী যোদ্ধাদের প্রবংশ, আদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নির্মাতা এবং দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সৈনিকদের স্থান আজ উপযুক্ত মানুষরা গ্রহণ করেছে। আগে কখনো হয়নি এমন বিরাট আকারের কর্তব্যকর্ম আমরা ন্যস্ত করতে পারি আজকের সোভিয়েত ভূমির তরুণ তরুণীদের হাতে, যুব কমিউনিস্ট লীগের হাতে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশ্বে ঘটমান সবকিছু সম্বন্ধেই তাদের রয়েছে এক মহৎ দায়িত্ববোধ, প্রতিটি উদ্যোগেই তারা তাদের রোমান্টিক আবেগকে এবং আমি

বলব, তাদের যৌবনসুলভ প্রেরণাকে ঢেলে দেবে। তরুণ-তরুণীরা কমিউনিজম' সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়, পার্টির আদর্শ, মহামতি লেনিনের আদর্শ, অক্টোবরের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে অনুগত হয়ে বেড়ে উঠছে।

একথাই আমার মনে আসে যখন স্মরণ করি সেই ধূসর শরৎ-কালের আকাশের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের রক্তপতাকা আন্দোলিত হওয়ার দৃশ্যটি। আমাদের বসতিতে অক্টোবরের আগমন কোনদিনই স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। এক নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসের চিমনির উপরে পতাকাটি অনেক উঁচুতে উড়ছিল।

* * *

সেই যুগান্তকারী বছরগুলোতে, আমার কৈশোরের দিনগুলিতে সমাজজীবনকে ঘিরে ছিল বিপুল জটিলতা। দ্নিপার এলাকায় মানুষের কাছে সময়টা মোটেই সহজ ছিল না। জার্মান ফৌজ মধ্য-রাদার সরকারী ক্ষমতা দখল করল। তাদের পরে রঙ্গমঞ্চে আবি-র্ভূত হল পেতলিউরা এবং ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে লালফৌজের গোলন্দাজ বাহিনী তাকে কামেনস্কোয়ে থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু ছমাস পরে এল শ্বেতরক্ষীরা এবং তারপরে মাখনো ও গ্রিগরিয়েভের দস্যুদল। সব আবর্জনা ভেসে উঠতে লাগল—'উক্রাইনীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণবাদী', মেনশেভিক, সাংবিধানিক গণতন্ত্রী ও নৈরাজ্যবাদীরা সভা-সমিতিগুলিতে তাদের বাগ্মিতা ঝাড়তে লাগল। এই দিনগুলিতে আমরা খুব বাস্তব কায়দায় রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেছিলাম এবং লোকে যেমন বলে, আমরা একলাফে সেয়ানা হয়ে গেলাম।

এবং এখানেই একটা বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই: আমাদের শহরটা শিল্পাঞ্চল, জনসাধারণের অধিকাংশই শ্রমিক আর আমরা সব সময়েই প্রলেতারীয় বিপ্লবকে আমাদের নিজস্ব বিপ্লব

বলে, বলশেভিক পার্টিকে আমাদের নিজেদের পার্টি বলে এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে আমাদের নিজেদের ক্ষমতা বলে মনে করে এসেছি। অন্য কথায়, কোন্ পক্ষে যেতে হবে সেটা বেছে নেওয়ার কোন সমস্যাই দ্নিপার কারখানার শ্রমিকদের ছিল না। যেমন, আমার বাবা পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু বিপ্লবের প্রথম বছরটি থেকেই তিনি বলশেভিকদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন এবং পরবর্তীকালে, আমি যখন যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিলাম এবং তারপরে কমিউ-নিস্ট পার্টির সদস্য হলাম, আমার বাবা-মা একে একটি আনন্দের ঘটনা বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

বিপ্লবের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে, যখন গৃহযুদ্ধের শেষ গুলির আওয়াজ সবে মিলিয়ে গেছে, আমাদের ফাউন্ড্রিতে লোহার চমৎকার একটি স্মৃতিসৌধ ঢালাই করা হল। দ্নেপ্রোদঝেরঝিনস্কের সবচেয়ে সুন্দর চকগুলির একটিতে আজও সেটি রাখা আছে। একটি উঁচু স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছেন পুরাণের অতিমানব প্রমিথিউস, তাঁর শৃঙ্খল ভেঙে গেছে, হাতে তাঁর জ্বলন্ত মশাল এবং তাঁর পায়ের তলায় সেই পরাজিত ঈগলটি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁকে নিদারুণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। প্রতীকটি সুস্পষ্ট এবং আমাদের কৈশোরের সেই দিনগুলিতে প্রত্যেকেই এর অর্থ বুঝত। আর যাই হোক, আমাদের মনে আছে জারতন্ত্রের জোড়া-মাথা ঈগলকে কিভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং প্রাণোদ্দীপক মশাল সব সময়েই রয়েছে লোহা ও ইস্পাত কর্মীদের হাতে। তাঁরা ধাতু দিয়ে এই গাথাটি রচনা করেছেন সেই অতিমানবের উদ্দেশে যিনি দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে তা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন চিরকাল ব্যবহারের জন্যে। এটা প্রমিথিউস এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণী উভয়েরই সৌধ।

আমার জীবনে এলো এক মহান দিন। পনের বছর বয়সে আমি হলাম শ্রমিক। আমাদের গ্রামার স্কুলটিকে কামেনস্কোয়েতে প্রথম শ্রমিকদের স্কুল হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে পাস করে বেরুনোর একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। আমাকে কাজ করে পরিবারকে সাহায্য করতে হয়েছিল। কারখানায় আমাকে প্রথম দেওয়া হল ফার্নেসে কয়লা দেওয়ার কাজ, তারপর করা হল ফিটার, এবং এই দুটি কাজই আমি বেশ তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম। কারখানাটির সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে পরিচিত। কর্মশালার আওয়াজ, মেশিনের ঘর্ঘর শব্দ, গরম ধাতুর গন্ধ—এসবই আমার প্রিয় ছিল।

তাহলে, আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি অবশেষে এলো যখন আমার জন্যেও কারখানার সিটি বাজল, এবং বাবার সঙ্গে আমি শিফটে গেলাম, কাজ করলাম আর সবার মত। আমার পেশীগুলি টন টন করছে, নিজের ঘামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তবু আমি সত্যিই সুখী। এবং তারপর এলো আর এক আনন্দের পালা: বাড়ি ফিরে তেলকালি মাখানো পোশাকটা খুলে ফেললাম, মা আমার হাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন—যেমন দিতেন বাবাকে, এবং আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেললাম। আমার মনে আছে, মাথা তুলে দেখি মায়ের চোখ দুটিতে জল।

"কি হয়েছে, মা?"

"আনন্দ রে, লিওনিয়া, আনন্দ! তুই এখন রোজগার করছিস।"

একথা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, তবু মনে হচ্ছে আবার বলা উচিত। আমার শিক্ষকদের কথা, দ্নেপ্রোভস্কি কারখানায় যেসব প্রবীণ লোকের সঙ্গে কাজ করছি তাঁদের কথা আমার মনে আছে, চিরকাল মনে থাকবে। তাঁরা আমাকে আমার প্রথম বৃত্তি শিখিয়েছেন, দেখিয়েছেন মানুষের শ্রমের বিপুল শক্তি ও আত্মিক সৌন্দর্যকে।

পৃথিবীর এইসব পাঠশালার কথা ভোলা যায় না।

দেশানুভূতি

আমাদের সকলের মধ্যেই মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ প্রবল। এ এক চমৎকার অনুভূতি। আর এ অনুভূতি কেবল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই আসে তা নয়। কথাটা হল, তোমাকে শেকড় গাড়তে হবে। তুমি যখন কাজ করে ঘাম ঝরাও, যখন গম ফলাও ক্ষেতে, শহর গড়, রাস্তা বানাও বা সেই মাটিতে ট্রেঞ্চ খোঁড় তাকে রক্ষার জন্য—ঠিক তখনই তুমি পুরোপুরি বুঝতে পার 'মাতৃভূমি' কথাটার অর্থ কি ?

এ কথাগুলো বললাম এই কারণে যে ১৯২০-এর দশকের গোড়াতে আমি ঘুরে ঘুরে নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে শুরু করি। ট্রেনে, নদীতে নৌকোয়, কখনো বা ঘোড়ায় চড়ে এবং প্রায়শই পায়ে হেঁটে হাজার হাজার কিলোমিটার আমি "পথ পরিক্রম করে দেখেছি"। যেখানে আমার বাবা জন্মেছিলেন দেশের সেই অংশে যাত্রা দিয়ে শুরু হয় এ পর্ব। কুর্স্কে'র সেই গ্রামাঞ্চলেই আমার জানা হয় কৃষকজীবন সত্যিই কি রকম, আর চাষবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হয় সেখানেই।

আমার জীবনে এমন তীব্র মোড় পরিবর্তন কেন ঘটল তা বুঝিয়ে বলা দরকার। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী বিশৃংখলার সাথে ভোলগা অঞ্চলে এল নিদারুণ খরা। একই সঙ্গে ১৯২১—১৯২২ সালে উক্রাইনও পড়ল খরা আর দুর্ভিক্ষের কবলে। সারা ইয়েকাতেরিনোস্লাভ এলাকায় শস্যের কচি চারাগাছ পুড়ে মাটিতে মিশে গেল। দিনে

আধপাউণ্ড করে রুটি রেশন করে দেওয়া হল শ্রমিকদের, আর তাও পাওয়া যেত না সব সময়। কিন্তু ফার্নেসে তখনো আগুন ছিল, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুত, আর কারখানা চালু ছিল বলে আমরাও কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারপরেই এল সেই দুঃসময়, যখন দ্নিপার লৌহ-ইস্পাত কারখানার কাজ বন্ধ করে দিতে হল।

কর্মশালাগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুরো এলাকাটা বিরান হয়ে গেল। পায়ে চলার পথগুলো ঢেকে গেল আগাছায়, অবাক কাণ্ড যে এমনকি খরাও আগাছার বৃদ্ধি রোধ করতে পারল না। খাদ্যের জন্য মানুষ আশেপাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়ে যা পারলো তাই বেচাকেনা করতে লাগল। কারখানা থেকে কেউ নিয়ে গেল লোহার টুকরো, যা ধনী কৃষকরা কিনত পিপের বাঁধুনি বা গাড়ির চাকার বেড় তৈরির জন্যে। আমাদের পরিবার তেমন উদ্যোগী ছিল না। ব্যবসা করতে গিয়ে দেখা গেল এমন কিছুই আমরা সঞ্চয় করিনি যা দিয়ে কেনাবেচা চলে। বাবা ও আমি আর রোজগেরে রইলাম না, হয়ে পড়লাম খাওয়ার লোক।

কামেনস্কোয়ের জীবনে আর কোন আকর্ষণ রইল না। বেকার-দের জন্যে একটা শ্রমসংস্থান কেন্দ্র খোলা হয়েছিল বটে, তবে কোন কাজ যোগাড় হচ্ছিল না। খাদ্যঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে লাগল অসুখ। আশেপাশের বাড়িতে প্রতিদিনই কেউ না কেউ মরছে। ফাঁকা হয়ে গেল শহরটা। আমাদেরও চলে যেতে হল শহর ছেড়ে। মনে পড়ে, ফিরে তাকিয়ে কারখানাটাকে শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে চিম-নির ওপরে, প্ল্যাটফরমের ওপরে, কর্মশালাগুলোর ছাদের ওপরে দেখেছিলাম দাঁড়কাকের বাসা। আমার মনের ভেতরটায় ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। মাথার ওপরে পাক খেয়ে ঘুরছে দাঁড়কাকের দল,

আর তার তলায় নিষ্প্রাণ ইস্পাত কারখানা।

তাই সেই গ্রামদেশে ফিরে যাওয়াটা ছিল আমার কাছে কেবল প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সেই ভ্রমণে তারুণ্যের একটা শিহরণ অনুভব করেছিলাম। আমার জীবনে এ অনুভূতি প্রথম, আর তাছাড়া অনেকদিন থেকেই চাইছিলাম আমার বাবার বাসস্থানটা একবার দেখতে যেতে এবং চাষবাসের কাজ শিখতে। এমনকি সেই সময়েই আমি উপলব্ধি করি যে একটা জাতির কাছে এ-কাজের গুরুত্ব কতখানি, শস্যের প্রকৃত মূল্য যথাযথ ভাবে বুঝেছে এমন একটা দেশের কাছে এটা কত জরুরী। আর দ্নিপার কারখানা যখন আবার চালু হল, বাবা-মা আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আবার বাড়ি ফিরে গেল, তখন কারখানাটার জন্যে মন কেমন করলেও আমি স্থির করলাম থেকে যাব। তারপরও বহুদিন আমি কুর্স্কের গ্রামাঞ্চলে, বিয়েলোরুশিয়ায় আর উরালস্-এ কৃষিকাজ করেছি।

তখন থেকে দুটো বিষয়ে আমার গভীর আসক্তি, যেটা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। কৃষকের কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মেছে ছেলেবেলাতেই। এটা পেয়েছি মা-বাবার কাছ থেকে, পেয়েছি কামেনস্কোয়ে আর তার চারপাশের পরিবেশ থেকে। আমাদের বসতি এলাকা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। কারখানায় পোড়খাওয়া প্রকৃত প্রলেতারিয়েতের বাস সত্ত্বেও কামেনস্কোয়ে আধাগাঁ-ই থেকে গিয়েছিল। ওইসব প্রলেতারিয়েতের অন্তরের গভীরে ছিল কৃষকের মেজাজ ; তারা তো কৃষকই ছিল খুব বেশী দিন আগে নয়। বাবা প্রায়ই বলতেন "কৃষিকাজে তাঁর দক্ষতা" কেমন ছিল। একথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিরাশার বোধ কিন্তু আমি অনুভব করতাম

কি অন্তর্লীন দুঃখ ও মমত্বের সঙ্গেই না তিনি সেই খোলা মাঠ, লাঙল দেওয়া, ফসল কাটা আর মাড়াই এবং নিজের হাতে ফলানো শস্যের কথা বলতেন। আর অবশ্যই, রুটির প্রতি আমাদের পরিবারের যে গভীর মমতা, শ্রদ্ধা তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রায় প্রত্যেক দিনই খাওয়ার টেবিলে এসে মা যে আনন্দদায়ক অল্প কথাগুলো বলতেন তা আমার মনে সারা জীবনের জন্যে গাঁথা রয়ে আছে: "বাছারা, তোমাদের খাওয়া তো শেষ হয়েছে, এখন রুটির টুকরো-টাকরা যা পড়ে আছে সেগুলো তুলে খেয়ে নাও।" অভাব বা কৃপণতা থেকে এই কথাগুলো আসেনি। এগুলো এসেছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রুটির প্রতি একটা মিতব্যয়ী, এমনকি এও বলব, একটা পবিত্রতার মনোভাব জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে।

দৈনন্দিন খাদ্যবস্তুর প্রতি এরকম একটা মনোভাব ছাড়া কোন লোক পুরো অর্থে যোগ্য ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন নাগরিক হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। আজকাল খাওয়ার ঘরে, কাফেতে আর রুটির কারখানাগুলোতে রুটি বাঁচানোর জন্যে সুন্দর করে ছাপানো আবেদন টাঙানো থাকে। নিঃসন্দেহে এটা দরকারী। কিন্তু ভাবতে দুঃখ হয়, এমন আবেদনও করার দরকার হচ্ছে। মিতব্যয়ীতা জাগাতে হবে একেবারে অল্প বয়সে এবং বিশেষ করে পরিবারের মা-বাবার দ্বারা।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯১৮ সালে জনকমিশার পরিষদের সচিব-ব্যাবস্থাপক ভ. দ. বোঞ্চ-ব্রুয়েভিচ লেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ভ্লাদিমির ইলিচ, আমরা কিসের জন্যে লড়াই করছি তা কি এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব?" এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে লেনিন উত্তর দিয়েছিলেন, "শস্য"। ওই বছরগুলোতেই তিনি

লিখেছিলেন, শস্যের জন্যে লড়াই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়াই।

মনে মনে আমার সেই যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গিয়ে দেখতে পাই যে গ্রামাঞ্চলে কাজ রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি সেখানে অনেক কিছু শিখেছি এবং বুঝেছিও অনেক কিছু। পরে আমি দ্নেপ্রোপেত্রোভস্কে ফিরে গিয়ে ধাতু ইনজিনিয়ার হই কিন্তু যে যুগে আমরা বাস করছিলাম সেটা আমাকে গ্রামীণ ব্যাপারের দিকে চোখ বুঁজে থাকতে দেয়নি। গ্রামের ব্যাপার আমার কারখানা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল এবং হয়ে দাঁড়িয়েছিল একে অন্যের পরিপূরক। জীবনের অবশিষ্টাংশে থেকেছি আমি দুটো-তেই প্রায় সমানভাবে নিযুক্ত। দুটো আসক্তি মিলে এক হয়ে গিয়েছে। আর আমি নিজেকে এজন্যেই ভাগ্যবান বলে মনে করি যে ভাগ্য আমাকে কারখানা আর ক্ষেত দু'জায়গাতেই জীবনের পাঠ নিতে শিখিয়েছে।

যাই হোক, আমি পরের কথায় আগে এসে পড়েছি। ১৯২৩ সালে, বড় একটা দুঃসময়ে গ্রামাঞ্চলে জীবন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, জমি চাষ করে, বীজ বুনে, শস্য কেটে, জমির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে পড়ে আমি ভর্তি হলাম কুর্স্কের জমি-ব্যবহার সমীক্ষা স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম এবং ফল খুব একটা খারাপ করিনি—যা হোক, একটা অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় অনুদান আমাকে দেওয়া হল।

স্কুলটা পুরনো, তবে সাজসরঞ্জাম ভাল এবং তার রয়েছে দীর্ঘ-দিনের উন্নত ঐতিহ্য। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, বোঞ্চ-ব্রুয়েভিচও এখানে পড়াশোনা করেছিলেন)। চার বছরের পাঠক্রমে আমরা পেলাম গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বুনিয়াদী জ্ঞান, আর পড়লাম বিশেষ বিষয়—খনিবিদ্যা, সাধারণ ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ভূগোল

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের কৃষি পরিসংখ্যান। লেনিনের রচনাবলীও পড়েছিলাম, তবে এখন রচনাসমগ্র যেমনভাবে প্রকাশিত তেমন খণ্ডে খণ্ডে নয়—চটি পুস্তিকাকারে, যা থেকে ছাপাখানার কালির গন্ধ তখনো বেরুত। সোভিয়েতের গঠন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় আইনও আমরা পড়েছিলাম। আর শ্চিগ্রোভস্কি জেলায় প্রথম হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে এটা উপলব্ধি করেছিলাম যে একজন জমি ব্যবহার সমীক্ষকের এসব জ্ঞান থাকা দরকার, যেমন প্রয়োগমূলক, তেমনি তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকেও।

সতের বছর বয়সে আমি যোগ দেই যুব কমিউনিস্ট লীগে, তারপর থেকে সমস্ত সম্মিলিত উদ্যোগে অংশ নেওয়াকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। আর একথা আমাকে বলতেই হবে, তেমন উদ্যোগ যথেষ্টই ছিল। কমিউনিস্ট সুব্বোৎনিকে (ছুটির দিনে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা—অনুবাদক) আমরা উপস্থিত থাকতাম, "নিরক্ষরতা দুর হোক!" আর "নিরাশ্রয়কে সাহায্য দাও!"—এই শ্লোগান দিয়ে গণপ্রচারাভিযান পরিচালনা করতাম, গ্রামে গ্রামে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতাম, প্রকাশ করতাম দেয়াল পত্রিকা, নাটক ইত্যাদি মঞ্চস্থ করতাম, সভা করতাম গ্রামে গ্রামে আর খামার কর্মীদের বুঝিয়ে বলতাম কি কি অধিকার তাদের রয়েছে। যে করেই হোক সব কিছু করার সময় আমরা পেতাম এবং সব কিছুতেই আমাদের আগ্রহ ছিল।

২

একটা সত্য আমাদের শিখতে হয়েছে। সময়ের যেমন পরিমাণ আছে, তেমন তার ব্যাপ্তিও আছে। কেউ তার দিন আর ঘণ্টাগুলোকে হেসেখেলে উড়িয়ে দিতে পারে, আবার কেউবা তাকে গুছিয়ে নিতে

পারে, সীমার মধ্যে ঠেসে রাখতে পারে এবং এভাবে অনেক কিছু করেও নিতে পারে।

খেরসন স্ট্রিটের সেই হোস্টেলে আমরা কখনো কখনো খিদেয় আর শীতে কষ্ট পেতাম। হাতের কাছে যা জুটত তাই গায়ে দিতাম —উঁচু কলারের সাটিনের ঢোলা জামা, তেলচিটে শ্রমিকদের টুপি, গোল কশাক টুপি, বুদিয়নি হেলমেট। সে আমলে নেকটাই অবশ্য পরা হত না। কিন্তু বিশের দশকের যুব কমিউনিস্টরা উদ্দীপনাময় আকর্ষণীয় জীবনযাপন করত। দেশের প্রয়োজনই ছিল আমাদের প্রয়োজন; সমস্ত মানবজাতির জন্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি, আমরা তর্ক করেছি, চেঁচামেচি করেছি, ভালবেসেছি, গোগ্রাসে পড়েছি এবং নিজেরা লিখেছি কবিতা।

নিজেদের কখনই কবিতার সমঝদার বলে মনে করিনি আমরা, কবিতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার, তার রাজনৈতিক প্রভাবের দিকেই বেশি আগ্রহ ছিল আমাদের। আমাদের ছিল নিজস্ব কবি— যুব কমিউনিস্ট লীগের কবি।

একদিন ট্রেনে করে যাচ্ছি, সেই গাড়িতেই ছিল আমারই বয়সী একটি মেয়ে। সেও ছাত্রী। দুজনে কথাবার্তা বলছিলাম। মেয়েটি আমাকে এমন সব কবিতা লেখা একটা খাতা দেখালো যেগুলো সচরাচর সংগ্রহ খাতায় সযত্নে রাখা হয়। কিন্তু এখানেও বৈশিষ্ট্যসূচক একটা ব্যাপার ছিল। ওই খাতায় একটা কবিতা ছিল যেটা আমি আগে কখনো পড়িনি। কবিতাটির নাম, **'ভোরভস্কির মৃত্যু উপলক্ষে'**। আমাদের রাষ্ট্রদূত নিহত হওয়ার ঘটনায় সেই সময় আমরা সকলেই গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলাম। কবিতাটি তীব্রভাবে নাড়া দিল আমাকে, তাই সঙ্গে সঙ্গেই মুখস্ত করে ফেললাম

কবিতাটি—প্রথম লাইন 'লুসানেতে এটা ঘটেছিল' থেকে একেবারে শেষ স্তবক পর্যন্ত :

অস্তোরিয়া হোটেলে সেদিন সকাল বেলায়
আমাদের রাষ্ট্রদূত খুনীর গুলিতে প্রাণ দিলেন,
আর রুশিয়ার বিরাট ইতিহাস গ্রন্থে
শহীদের তালিকায় আরো একজন লিপিবদ্ধ হলেন।

মায়াকোভস্কির কুর্স্ক সফরের কথা আমার মনে আছে। স্বাভাবিক কারণে যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য আমরা ঠেলেঠুলে রেলওয়ে ক্লাবের ভিতরে ঢুকেছিলাম—যেখানে তাঁর কবিতা আবৃত্তির কথা। শ্রোতাদের মধ্যকার কিছু ময়লা পোশাক পরা লোক কবিকে বিরূপ সংবর্ধনা জানাল। হলের মধ্যে কে-যেন চেঁচিয়ে বলল, "আপনি নিজেকে বলেন সমষ্টিবাদী, তবে কবিতায় সবসময় 'আমি' 'আমি' লেখেন কেন?" উত্তরও এল সঙ্গে সঙ্গেই, "আপনাদের মতে জার তাহলে সমষ্টিবাদী ছিল? কারণ সে তো লিখত আমরা, দ্বিতীয় নিকোলাস।" হাস্যরোল, হল্লা আর হাততালি। অথবা আরেকটা ঘটনার কথাই ধরা যাক। একেবারে শেষ সারিতে বসেছিল দু'জন তরুণ-তরুণী। স্পষ্টতই ওরা মায়াকোভস্কির কবিতা আবৃত্তি শোনার চেয়ে দুজনে একান্তে থাকাটাই পছন্দ করছিল বেশি। তাই উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে দুসারি আসনের মধ্য দিয়ে যেই এগিয়েছে অমনি কবির উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, "কমরেডগণ, দেখুন এক অসাধারণ প্রেমিকযুগল"। আবার উচ্চকণ্ঠ হাসিতে আর হাততালিতে ফেটে পড়ল সকলে।

'**ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন**' কাব্যের কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি করলেন মায়াকোভস্কি। শ্বাস রুদ্ধ করে আমরা শুনলাম সে আবৃত্তি।

অল্প কিছুকাল আগেই লেনিনের মৃত্যুশোকার্ত হয়েছি আমরা, আর এই দেশব্যাপী দুঃখ আমাদের প্রত্যেকের কাছেই তখনও ব্যক্তিগত বিয়োগবেদনা হয়ে রয়েছে।

উলিয়ানভের জীবন ছিল
খুবই ছোট,
আর তার অবসান পর্যন্ত
আমরা সেটা
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি।
কিন্তু কমরেড লেনিনের
দীর্ঘতর জীবনের কথা
বার বার লেখা হবে
ব্যাখ্যাত হবে নতুন নতুন ভাবে।

এই কথাগুলোর একটা প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। মায়াকোভস্কি পড়ছিলেন প্রশান্ত স্বরে—যেন তাঁর সরব চিন্তা। কিন্তু তাঁর উদাত্ত গভীর কণ্ঠস্বর একেবারে শেষ সারি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুচ্ছিল। আর সত্যিই আমাদের পরম ভাবনাগুলোকে তিনি " এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুললেন।"

লেনিন ও পার্টি যেন দুই ভাই
যমজ দুজনে
ইতিহাসে কার স্থান উঁচু
তা কে জানে ?
যখন লেনিন বলি
মনে রাখি পার্টির কথাকে,
পার্টি বললে,
লেনিনের নামটাই
মনে জেগে থাকে।

এই স্পষ্ট আর দ্ব্যর্থহীন কথাগুলো আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে স্মৃতির উপরে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

মায়াকোভস্কি আরো আবৃত্তি করেছিলেন "খনি থেকে যারা প্রথম আকরিক তোলে কুস্ক'র সেই শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে" কবিতাটি। কবিতাটি আমাকে আবার সেই কারখানার কথা—সেই বাত্যাচুল্লি, সেই খোলামুখ চুল্লির কথা মনে পড়িয়ে দিল। বাড়ির জন্যে আবার মন কেমন করতে লাগল আমার। কিন্তু তখন, সেই ১৯২২ সালে আমি পাঠক্রম শেষ করে জমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষক হয়েছি, আর কাজ করতে শুরু করেছি কুস্ক' অঞ্চলের একটি জিলায়। পরের ফসল বোনার মরশুমটা আমি কাটালাম বিয়েলোরুশিয়াতে ওরশা'র কাছে একটা জায়গায়। তারপরে নতুন কাজ পেলাম আর রওনা দিলাম উরালস-এর উদ্দেশে। তবে এবারে আর একা নয়, সঙ্গে স্ত্রী। প্রথমে গেলাম মিখাইলোভস্ক-এত তার পরে বিসার্ত জিলায়। যে মহিলা আমার স্ত্রী হন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা যুব কমিউ-নিস্ট লীগের একটা মিলন-সমাবেশে। আমার মতই তিনিও বড় হয়ে উঠেছেন শ্রমিক শ্রেণীর একটি পরিবারে, আর বেলগেরদ থেকে কুস্ক' এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। সেই থেকে ভিকতোরিয়া পেত্রোভ্‌না শুধু আমার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির জননীই নন, অত্যন্ত আপনার ও সংবেদনশীল বন্ধুও।

দীর্ঘকাল কাটিয়েছি উরালস-এ। এর মাঠে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, প্রচুর কাজ করেছি এবং এই দেশটাকে, এর লোকজন আর এর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি।

সে এক জটিল সময়। তখন জীবন যাত্রার পুরনো, প্রতিষ্ঠিত

পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ছে, আর নতুন অঙ্কুর তখন কেবল মাথা তুলছে, তাকে পরিচর্যা, উৎসাহ যোগানো ও লালন করা দরকার। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ অগ্রসর করার এক কর্মসূচী অনুমোদন করে। লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা কার্যকর করে কংগ্রেস কৃষির যৌথীকরণ অভিমুখী এক কর্মধারা নির্ধারণ করে। আর কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট সামাজিক পরিবর্তন সাধন করলেন এবং তা চালিত করলেন সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১—এই চার বছরই আমি কাজ করেছি গ্রামীণ এলাকায়, যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং গ্রামাঞ্চলের অভূতপূর্ব সেই বিরাট সামাজিক বিপ্লবের ঘটনাবলীর সঙ্গে ক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি।

পুরনো আমলে আমার পেশার লোকদের প্রায়ই শুধু জমি জরিপ-কারী বলা হত। এখন নামটা বদলে গেছে, আমরা হয়েছি শব্দটার প্রকৃত অর্থে জমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষক। কৃষি সমবায় গড়ে তোলার জন্যে লোকেরা তাদের জমি, গবাদি পশু, খামার বাড়ি এবং যন্ত্রপাতি এনে জড়ো করছিল। আর আমাদের জমি ব্যবহার সমীক্ষক-দের শুধু জমির আল ভেঙ্গে দেওয়ার এবং ছড়ানো-ছিটানো ব্যক্তি-মালিকানাধীন জমিগুলোকে একটি মাত্র যৌথ জোতে ঐক্যবদ্ধ করে ম্যাপ আঁকার কাজই করতে হয়নি। ঐসব-কিছুকেই করতে হয়েছে একটা নতুন সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে —আধুনিক কৃষি পদ্ধতির ও ভবিষ্যতে সমস্ত কায়িক শ্রমকে ব্যাপক-ভাবে যন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বড় বড় সমাজতান্ত্রিক খামার প্রতিষ্ঠার কথাটা মাথায় রেখে।

এসব নতুন ম্যাপ, যৌথখামারগুলোর সংগঠিত ও বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে জমি ব্যবহারের প্রথম ম্যাপ আমরাই তৈরি করেছিলাম। আমাদের ম্যাপগুলো এইসব খামার অনেকদিন কাজে লাগিয়েছে, এমনকি যুদ্ধের পরেও কৃষিবিদরা এগুলো ব্যবহার করেছেন। আর আমার কাছে এই প্রথম যৌথখামার প্রতিষ্ঠারকালে লব্ধ জমি ব্যবহার সমীক্ষার অভিজ্ঞতা বিরাটভাবে সহায়ক হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর কাজাখস্তানে অনাবাদী ভূমিতে কয়েকশো নতুন যৌথখামার সংগঠিত করার সময়ে।

ওই বছরগুলোতে হাজার হাজার লোকের কাছে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করার প্রথম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। কীভাবে জমির সমতলত্ব মাপার যন্ত্র ও জরীপের কাঠি ফেলানো হল, নতুন রাস্তার জন্যে গতিমুখ কীভাবে বেছে নেওয়া হল, কুলাকদের সঙ্গে সংঘর্ষে কী আচরণ করা হল—এসব থেকে কৃষকরা পার্টির কর্ম-নীতিকে বিচার করতো। এখানে এই জমিতে সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা কার পক্ষে, আর কার বিপক্ষে।

বিসার্তের রেলকর্মীরা কৃষকদের যে প্রথম ট্রাক্টর উপহার দেয় সেটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোট্ট, কম ক্ষমতার একটা ফোর্ডসন ট্রাক্টর, কিন্তু সেটাই প্রথম স্পুৎনিকের চেয়ে কম তো নয়ই, বোধহয় বেশি উদ্দীপনাই সৃষ্টি করেছিল। মাঠের বুকে আবির্ভূত সেটা তো কেবল একটা যন্ত্রই ছিল না, সেটা ছিল গ্রামাঞ্চলের সামা-জিক রূপান্তরের একটা হাতিয়ার, একটি অস্ত্র—যৌথখামার ব্যবস্থার প্রচারক ও আন্দোলক। স্থানীয় কুলাক আর তাদের দালালরা এই গুজব ছড়িয়ে দিল যে এই 'লোহার ঘোড়ার' তলায় মাটিতে কিছুই জন্মাবে না কিন্তু শস্যের ফলন হল চমৎকার। ফলে এক রাতে তারা

গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। বিসার্ত যৌথখামারীদের বীরত্বেই সেদিন শস্যগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এই সব কিছু সিনেমার পর্দায় নয়, গল্পের বইয়ে নয়, ঘটেছে আমার নিজের জীবনে। অন্যান্য যুব কমিউনিস্ট লীগ কর্মীর সঙ্গে মিলে জমিতে আমি কুলাকদের সঙ্গে মারামারি করেছি, গ্রামের বৈঠকে তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি। আমাদের মুগুরপেটা করা হবে, খড় তোলার কাঁটায় ফুঁড়ে ফেলা হবে বলে শাসানো হয়েছে, ভয়-দেখানো চিঠি দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের জানালায় ঢিল ছোড়া হয়েছে। একদিন খবরের কাগজে পড়লাম যে পাশের তিউমেন অঞ্চলে কুলাকরা একটা জঘন্য অপরাধের কাজ করেছে—যৌথীকরণের আমলে এটাই প্রথম বিরাট অপরাধজনক কাজ যা সারা দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। একজন ট্রাক্টর চালক পিওতর দিয়াকভ যখন তার কেবিনে ঘুমোচ্ছিলেন তখন রাতের বেলায় তারা তাঁকে আক্রমণ করে, ট্রাক্টরের উপরে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যে কমরেডকে কখনো চিনি না তাঁর এই ভয়াবহ মৃত্যু আমাদের আতংকিত করে তুলল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হল। আর ঘৃণ্য কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘটনাটা আমাদের আরও সাহসী, আরও বেশি দৃঢ়সংকল্প করে তুলল।

শীঘ্রই এ ট্রাক্টর ড্রাইভারকে নিয়ে একটা গান বাঁধা হয়েছিল। গানটা আমাদের ভারি পছন্দ হয়েছিল। আমরা অসংখ্যবার গাইতাম গানটা, কখনো কখনো যৌথীকরণের অন্যতম বীরের স্মৃতির উদ্দেশে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

যত বন্ধুর যত দূরই হোক পথ
এ পথ তবু যে তোমার এবং আমার,

পেত্রুসা, তোমার ট্রাক্টরে আমাদের
নিয়ে চল ওই গাঁয়ের মাঠের ধার।

আর এই খানিক কোমল গীতিময় গানটা আমরা শেষ করতাম আমাদের নিজেদের উদ্দেশে একটা গভীর সাবধানবাণী উচ্চারণ করে :

দাঁত খিঁচোয়, কামড়ে দেয় এবং ওরা ডাকে
আমাদের এই ফসলকে ওদের ভয়,
কুলাক চলে চুপিসাড়ে আঁধার ঘেরা পথে
কমসোমল ভাইরা, ওদের ঘেঁষতে দেওয়া নয়।

ত্রিশ বছর পরে জানতে পেরেছিলাম পিওতর দিয়াকভ অলৌকিকভাবে সরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিলো এবং তারপর সৈনিক হিসাবে যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই তিনি লড়াই করেছেন। এক কথায়, সত্যিই তিনি গীতি ও কাহিনীর নায়ক।

তারপর এল ১৯২৯ সাল, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে একটা বিরাট পরিবর্তনের বছর হিসাবে যেটা ইতিহাসে চিহ্নিত। এই সময়েই জাতীয় অর্থনীতির মূল শাখা বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি দেশে শুরু হল ব্যাপক হারে যন্ত্রায়িত কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ।

অল্প কিছুকাল আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির স্ভের্দলোভস্ক আঞ্চলিক কমিটির কমরেডরা সেই বছরগুলোর কিছু দলিল আমাকে পাঠিয়েছেন।

১৯২৯ সালের ৫ ডিসেম্বর বিসার্ত জেলা পার্টি কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে একটা অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল :

"কমরেড ব্রেঝনেভ : বসন্তকালীন বীজবপন অভিযান চালানোর

যে পরিকল্পনা এখানে রচনা করা হয়েছে তাতে অসুবিধা প্রচুর। যেসব কৃষি সরঞ্জাম আমাদের দরকার তা আমরা পাইনি, সুতরাং কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু গ্রাম-সোভি-য়েতকে বহু-ক্ষেত আবর্তন ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলে সেটা আমাদের শীত ও বসন্তকালীন ফসল বোনার এলাকা কমিয়ে দেবে। জমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষার যে কাজ চালানো হয়েছে তাতে সর্বোত্তম জমিগুলোকে হস্তান্তর করা হয়েছে জনসমষ্টির দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অংশের হাতে এবং সে প্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতে হবে। যাতে এসব জমিতে বীজ বোনা হয়। এই এলা-কায় কুলাকদের অন্তর্ঘাত নিঃসন্দেহে চলবে। সুতরাং জনসমষ্টির দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অংশকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠিত গ্রুপগুলোর মধ্যে ঋণ বণ্টনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যৌথী-করণের কাজে যেটাকে আমি বড় ত্রুটি বলে মনে করি সেটা হল, এ-কাজের পরিকল্পনার অভাব, আর গ্রামীণ সোভিয়েতগুলো এটাকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে চালায় নি। যে সব লোককে দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা যৌথীকরণের সমস্যার জরুরী দিকগুলো অনুধাবন করতে পারেন নি ..।"

এই দলিলটি সেই সময়ের, সেই অস্থির ও কষ্টকর কালের এক প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। গ্রামাঞ্চলের কাজে আমাদের সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করা দরকার হয়ে পড়েছিল। আমার কর্মশক্তি নিয়োগে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম না এবং শ্রমজীবী মানুষের ডেপুটিদের বিসার্ত ডেপুটি হিসাবে আমার নির্বাচনকে আমি আমার উপরে জনসাধারণের আস্থার প্রমাণ বলেই মনে করেছিলাম। এর পরে আমাকে জেলা

ভূমি দপ্তরের ভার দেওয়া হয় এবং তারপরে জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। ১৯৩১ সালের গোড়ায় উরালস অঞ্চল ভূমি প্রশাসনের সহকারী প্রধান হিসাবে স্ভের্দলোভস্কে একটা নতুন কাজের দায়িত্ব পেলাম। আমার স্ত্রী ও আমি চলে গেলাম স্ভের্দলোভস্কে, কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থির করলাম কারখানায় ফিরে গিয়ে ফিটারের কাজ নেব আর একই সঙ্গে ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করব।

৩

এ রকমই চলছিল। এই কয় বছর বাড়ির লোকের চিঠিপত্র আর খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে জানতাম আমাদের কারখানার অবস্থা কেমন চলছে। দ্নিপারের শ্রমিকরাই দাবি করেছিল কারখানাটা আবার চালু হোক। তাদের একটা প্রতিনিধি দল মস্কোতে যায়। তাদের সঙ্গে দেখা করেন ও এ ব্যাপারে সাহায্য করেন ফেলিক্স দ্জেরঝিনস্কি। তিনি সে সময়ে নিখিল ইউনিয়ন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার রিপোর্ট সংবাদপত্রে বেরোয়। তিনি বলেছিলেন: "এটা বলতেই হবে দক্ষিণাঞ্চলে একদা যেসব বিরাট কারখানা চালু ছিল তার মধ্যে একটা কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২ কোটি পুদ। দ্নিপার কারখানা বলে পরিচিত এই বিশাল কারখানাটি গত পরশুদিন বেলা দুটো থেকে চালু হয়েছে, আর চালু হয়েছে তার প্রথম বাত্যা চুল্লীটিও।"

এই খবর স্বাভাবিকভাবেই আমাকে উত্তেজিত ও বিচলিত করেছিল। আমি ভুলতে পারছিলাম না যে আমার কারখানা তার উৎপাদন সামর্থ্য গড়ে তুলেছে, বেড়ে উঠছে, বিশেষ করে এমন একটা

সময়ে যখন উরাল্‌স-এর সর্বত্রই কল-কারখানার সুপরিচিত গন্ধ পাচ্ছিলাম ক্ষেত-খামার আর জলাভূমির সুবাসের সঙ্গে। যেখানেই গিয়েছি দেখেছি কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বিসার্ত আর তার অদূরেই ছিল পুরনো দেমিদভ কারখানাগুলো—নিঝনেসারগিয়েভস্ক, মিখাইলোভস্ক, আর রেভদিনস্ক। আর স্‌ভের্‌দলোভস্ক তো ছিলই। ঠিক সেই সময়েই একটা বিশাল নির্মাণের কাজ 'কারখানাসমূহের কারখানা', উরাল্‌স ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা তৈরির কাজ শুরু হল সেখানে।

ব্যাপারটা আমি এভাবেই দেখেছিলাম। যৌথীকরণের দরুন ইতিমধ্যেই একটা অপরিবর্তনীয় রূপান্তর ঘটে গেছে (১৯৩১ সালের মাঝামাঝি দেশের অর্ধেকেরও বেশি ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার যৌথখামারে একীভূত হয়েছে), কিন্তু শিল্প তখনো তেমন শক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের লড়াইতে শিল্পের ফ্রন্টই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। শিল্প ছাড়া, বিদ্যুৎ, মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনের ব্যাপক জাল-বুনুনী ছাড়া কৃষিব্যবস্থা কখনোই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। দেশের প্রয়োজন ধাতু, সেই লোহার দুই-তৃতীয়াংশই উৎপাদিত হত দক্ষিণ রাশিয়ার কারখানাগুলোতে, আর এই কারখানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য করা হত দ্‌নেপ্রোভস্কি কারখানাকে, এরই মধ্যে যেটার নামকরণ হয়েছে ফেলিক্স দ্‌জের-ঝিনস্কির নামে। এটাই আমার আকাঙ্ক্ষিত জায়গা।

অতএব আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার শ্রমিক-দের ওভারঅল পরা, শিফটে কাজ করতে যাওয়া আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যায় পড়াশুনা করা অবশ্যই কঠিন কিন্তু সেটা করার কর্মশক্তি ও দৃঢ়সংকল্প আমার ছিল।

১৯৩১ সালে আমার নিজের জায়গার কারখানাতেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলাম। এটা আমার এমন করে মনে আছে যেন আজই ঘটেছে। সেটা ছিল অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখ। আমার পকেটের প্রার্থী সদস্য কার্ডের বদলে এল ১৭১৩১৮৭ নং পূর্ণ সদস্যের কার্ড, আর আমি জানতাম যে সেটা আমাকে কোন বিশেষ সুবিধা দেবে না, দেবে নতুন নতুন অথচ মোটেই সহজ-নয় এমন সব দায়িত্ব। আর, তা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমাদের কাউকেই যদি প্রশ্ন করা হত অন্য কোন পথে যাওয়া আমরা পছন্দ করি কিনা, তাহলে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে 'না'-ই বলতাম। তার কারণ আমাদের পথ হল আত্মনিবেদিতভাবে জনগণ ও পার্টির কাজ করার পথ।

আমার কর্মসূচী এখন আরো আঁটোসাঁটো হয়ে উঠল। কারখানার কর্মশালাগুলো নতুন করে তৈরি করা হচ্ছিল কারখানার প্রধান ইনজিনিয়ার ই. প. বার্দিনের নির্দেশনায়। ইনি পরে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য হন। নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছিল; কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে করে তোলা হচ্ছিল যন্ত্রায়িত। এক কথায় বলতে গেলে, অনেক কাজই করার ছিল। ইনস্টিটিউটের জীবনও ছিল খুব আকর্ষণীয়। সে কালে আমরা সবাই ছিলাম জ্ঞানপিপাসু। তদুপরি আমি আমাদের বিভাগের পার্টি গ্রুপ সংগঠক নির্বাচিত হলাম, তারপর হলাম ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং শেষ পর্যন্ত গোটা ইনস্টিটিউটের পার্টি কমিটির সম্পাদক। এভাবে কমরেডরা আমার উপরে তাঁদের বিপুল আস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আস্থা পেয়ে আমি অবশ্যই আনন্দিত। আর যাই হোক না কেন আমি মিশুকে প্রকৃতির লোক। লোকজনের মধ্যে থাকতে আর একটা আদর্শের প্রতি অনুগত থাকতে আমি ভালবাসি।

ত্রিশের দশকে আমাদের কর্মীদের, বিশেষ করে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, শিক্ষিত করে তোলা ও তাদের মতাদর্শগত দিক থেকে পাকাপোক্ত করে তোলা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, ১৯৩৩ সালে আমাকে যে কাজ দেওয়া হল তা আমি খুব দায়িত্বপূর্ণ বলে মনে করলাম। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থাতেই আমাকে শ্রমিকদের শিক্ষা বিভাগের ভার দেওয়া হল; আর তারপরে করা হল দ্নেপ্রোদর্জেরঝিনস্ক কারিগরি স্কুলের পরিচালক। এই কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলাম, কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার কমরেডদের যতটা সম্ভব সাহায্য করতে। সেই আমলের আদেশ ও নির্দেশসম্বলিত একটা লগবুক এখনো আছে। ওই পুরনো আদেশগুলো দেখতে বসে আমার হাসি পায়। কোন কোন দিক থেকে ওগুলো হাস্যকরভাবে সরল বলে মনে হলেও সে-সময় তা ছিল রাজনীতিরই অঙ্গ। আমাদের প্রতিটি কাজের জন্যে লড়াই করাকে আমরা কর্তব্য বলে মনে করতাম, কারখানার ছেলেদের এসে পড়াশোনা করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতাম আর ট্রেড ইউনিয়ন অনুদান দিয়ে, কিংবা শুধুই খাওয়ার ঘরে নিয়ে খাইয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। একদিন আমাদের শহর সফর করতে এলেন খ্যাতনামা ধাতুবিশারদ ম. অ. পাভলভ। ইনি বাত্যাচুল্লি প্রক্রিয়ার একটা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁকে আমি জোরাজুরি করে শ্রমিকদের শিক্ষা বিভাগে বক্তৃতা দিতে রাজী করালাম এবং এটা দেখে ভীষণ আনন্দ পেলাম যে কি গভীর আগ্রহের সঙ্গেই না শিক্ষার্থীরা সে বক্তৃতা শুনল। পরে ওই ছেলেগুলোই হয়ে উঠেছিল শিল্পের চমৎকার সব নেতা—পুরনো ধাঁচের 'বিশেষজ্ঞ' নয়, বরং উৎসাহী উদ্ভাবক, কমিউনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ।

যাই হোক, কারিগরি স্কুলের কাজ, পার্টির দায়দায়িত্ব এবং জনসাধারণের কাজকর্ম আমাকে পড়াশোনা থেকে বিরত করেনি। প্রয়োজনীয় ড্রয়িং জমা দিলাম, পরীক্ষাতেও বসলাম। কিন্তু পরীক্ষকরা আমার ব্যাপারে কোনো রকম করুণা দেখাবেন এমন প্রত্যাশা আমি কখনই করিনি। বিপরীত পক্ষে, আমার পদমর্যাদার কারণেই উচিত ছিল যে আমি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। আমি নিজে যদি খারাপ করি অন্যের কাছ থেকে তাহলে ভাল ফল আশা করব কি করে? এখানে আর একটা দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেটা হল ১৯৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখের রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা কমিশনের অধিবেশনের কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ:

"ফ. ই. দ্জেরঝিনস্কি কারখানার অবস্থায় বাত্যাচুল্লি গ্যাসের 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বিশুদ্ধিকরণ পরিকল্পনা' বিষয়ে তাপ ও শক্তি বিভাগের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ল. ই. ব্রেঝনেভের স্নাতক পর্যায়ে কাজের সপক্ষে যুক্তি আ ম রা শু নে ছি। সভার অভিমত: তত্ত্বগত অংশ —চমৎকার; পরিকল্পনা—চমৎকার!

"গ্যাস বিশুদ্ধিকরণ সমস্যা সমাধান বিষয়ে চিন্তা উদ্রেককারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত হিসাব এটাই দেখিয়ে দেয় যে এই পরিকল্পনা রচয়িতার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অপূর্ব গুণগত যোগ্যতা রয়েছে।

"কমরেড ব্রেঝনেভ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

"আ মা দে র সি দ্ধা ন্ত এ ই যে; স্নাতক পর্যায়ের কাজ চমৎকার। কমরেড ব্রেঝনেভকে তাপ-শক্তি ইঞ্জিনিয়ার উপাধি দেওয়া হোক।"

শক্তি সংক্রান্ত কর্মশালার শিফট তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আমার

নতুন কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলব। সেটা ছিল প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য প্রয়াস চালানোর, সবচেয়ে কাম্য উৎপাদন চক্রের জন্যে সন্ধান চালানোর, আলোচনা-বিতর্ক করার, আগুয়ান হয়ে কাজ করার, পাল্টা পরিকল্পনা দেওয়ার, রাত্রিতে কাজ করার এবং কখনো কখনো জরুরী অবস্থায় কাজ করার বছর।

ওই বছরই আরেকটা তীব্র মোড় পরিবর্তন ঘটল আমার জীবনে: লালফৌজে যোগ দিতে ডাকা হল আমাকে।

সেদিন সকালে হাজির হওয়ার চিঠিপত্র নিয়ে সামরিক পঞ্জীভুক্ত-করণ ও তালিকাভুক্তকরণ অফিসে উপস্থিত হতে সেখানে আরকাদি কুৎসেঙ্কোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিছুদিন আগেও ও আমাদের ওখানে ছাত্র ছিল। জানা গেল, শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে আমাদের দুজনকেই চিতায় ট্যাঙ্ক স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। সে আমলে এই স্কুলটা ট্রান্সবৈকাল সাঁজোয়া বাহিনীর অ্যাকাডেমি হিসাবে পরি-চিত ছিল। আবারো কারখানা, বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুদূরে পাড়ি জমালাম।

"তুমি সৈনিক হতে চাও?" কুৎসেঙ্কো জিজ্ঞেস করেছিল।

"কী জানি" আমি বলেছিলাম, হয়ত "এটাই একদিন খুব কাজে লাগবে..."

৪

সৈন্য ভর্তি আমাদের ট্রেনটা চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে ছুটে চলল পূর্ব দিকে। আমরা যাচ্ছিলাম মস্কো হয়ে। আশা ছিল রেড স্কোয়ারে যাব, ক্রেমলিন দেখব, শ্রদ্ধা জানাব লেনিন সমাধি-স্তম্ভে গিয়ে। কিন্তু সেটা করার সুযোগ পেলাম ফেরার পথে।

জীবনের একটা পর্যায় ছেড়ে যেতে প্রত্যেকেরই যেমন মায়া হয়, তেমনি আমারো কষ্ট হচ্ছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হচ্ছিল যে আমাদের সামনে রয়েছে এযাবৎ-অজানা এক জীবন, আর কবির ভাষায় বলতে গেলে সব সময়েই নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল আমাদের সামনে।

সম্ভবত এটা আমার চরিত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত যেসব জায়গায় কাজ করেছি সেসমস্ত জায়গাকেই আমি ভালবাসি এবং আমার নিজের জায়গা বলে মনে করি। আমার ভাল লাগে ঢেউ খেলানো গমের ক্ষেতের মাঝে মাঝে উক্রাইনীয় গ্রামের সাদা আর সবুজ দ্বীপ, বিয়েলোরুশ প্রকৃতির নিরলঙ্কার অথচ মনোমুগ্ধকর শোভা, মোলদাভীয় ফলবাগিচার উচ্ছল পুষ্প সমারোহ, আর সীমাহীন কাজা-খস্তান স্তেপভূমি, বিশেষ করে বসন্তকালে যখন টিউলিপ আর পপি ফুলে তা ভরে থাকে।…ওই চল্লিশটা দিনে গোটা দেশটা আমার চোখের সামনে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার সেই বিশালতা চোখ ভরে দেখতে আমি কখনোই ক্লান্তিবোধ করিনি।

পেসচানকা স্টেশনের কাছে যে সামরিক ছাউনিটাতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম—চিতা থেকে তা খুব বেশি দূরে নয়। বহুকাল আগে জাপানীদের তৈরি ধুসর রঙের বেঁটে বেঁটে লম্বা ব্যারাকগুলো খোলা হলদে জমির উপরে সারি সারি দাঁড়ানো। ছাউনির ঠিক মাঝখানে প্যারেডের মাঠ আর চারধারে দুরারোহ উঁচুনিচু পাহাড়। মনে আছে, একটা শ্রান্ত ক্লান্ত উট তার উপর দিয়ে গাড়িতে বসানো জলের পিপেগুলো টেনে আনত। জলের গোটাটাই আনতে হত কিছুটা দূরের একটা জায়গা থেকে আর স্নানের ঘরে (সৈন্যদের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক) বরাদ্দ ছিল জন প্রতি দু'ঘটি জল।

আমাদের সামরিক উর্দি দিয়ে একেকটা কোম্পানিতে ভাগ করে দেওয়া হল। আমি পড়লাম ১নং ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়ন কোম্পানিতে। শুরু হল আমার কাজ।

"ওঠো! ওঠো! বুলেটের মত ছুটে বেরিয়ে এসো।"

গরম পড়ুক, তুষারপাত হোক, বৃষ্টি পড়ুক বা ঝড়ই হোক—কোমর পর্যন্ত খালি গায়ে শারীরিক কসরতের জন্যে জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে আসতাম আমরা, তারপর মার্চ করে যেতাম প্রাতঃরাশের জন্যে। তারপরে চলত সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন শিক্ষা, দীর্ঘ সময় ধরে ড্রিল আর সার্জেন্ট মেজর ফালিলেইভের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। তিনি ছিলেন আমাদের সম্পর্কে বিশেষ কড়া।

"এটা তোমাদের ইনস্টিটিউট নয় বুঝেছ। এখানে তোমাদের মাথাটা কাজে লাগাতে হবে। অ্যাটেনশন।"

মার্চের সময় গান গাইতাম। সে সময় আমাদের প্রিয় গান ছিল "ওরা ভেবেছিল আমাদের হারিয়ে দেবে, হারিয়ে দেবে...," আর যখন গুরুগম্ভীর গর্জনে গেয়ে উঠতাম তখন প্রতিটি চক্কর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠত সুতীক্ষ্ণ হুইস্‌ল। খুব তাড়াতাড়িই অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এই জীবনে।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, সাইবেরিয়া আর দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার সময়ে পেসচান্‌কাতে গিয়েছিলাম আমি। বসতি এলাকাটা এখন একেবারে বদলে গেলেও, একটা সামরিক প্রশিক্ষণ ইউনিট এখনো সেখানে রয়েছে। তাতে রয়েছে সামরিক বীরত্বের একটা সংগ্রহশালা। অন্যান্যদের সঙ্গে পুরনো আমলের ট্যাঙ্ক, হেলমেট পরা আমারও একটা ছবি রয়েছে দেখলাম। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের আলোকচিত্র ও অন্যান্য সামগ্রী, মালায়া জেমলিয়া (ছোট্ট গ্রাম)

যাঁরা রক্ষা করেছিলেন তাদের সম্পর্কিত দলিলপত্র সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছেন এই সামরিক ইউনিটের লোকেরা। পরে তরুণ সৈন্যরা আমাকে আমন্ত্রণ করল তারা এখন কি-রকম ঘরে থাকে তা দেখতে। আর আমার চোখে পড়ল, আমরা যে পুরনো ব্যারাকে থেকে কাজ করেছি তার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। আধুনিক সব ইমারত, জানালায় প্রচুর আলো, সুন্দর বিছানাযুক্ত শয্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝে। কিন্তু পুরনো আমলে থাকার উপযোগী জায়গা ছিলনা বললেই চলে, ট্রেঞ্চের মধ্যে ট্যাঙ্কগুলো পড়ে থাকত শুধুমাত্র ত্রিপল-ঢাকা অবস্থায়।

আমাদের কাছে প্রধান ছিল সামরিক কাজ। সেনাবাহিনীতে যেটা সব সময়েই হয়, সেগুলো হতো—যেমন খেলাধুলার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া, বার-এর উপরে শারীরিক কসরৎ, ভলিবল খেলা, আর শীতকালে দুরান্তে স্কি ভ্রমণ। মনে আছে, রেলওয়ে জংসনে কম্যাণ্ডের কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমাকেও একা স্কি করে ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার যেতে হয়েছে।

আমাদের প্রায়ই বলা হত, ট্যাঙ্কবাহিনীর সৈনিকদের অবশ্যই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে মার্চ করতে পারা চাই। তাই গায়ে লম্বা কোট ঝুলিয়ে, বুট পরে আমরা মার্চ করার হুকুম পেতাম। ওই সব রুটমার্চ ছিল সত্যিই দীর্ঘ। প্রথম প্রথম পায়ে ফোসকা পড়ে যেত—আমরা জানতাম না কি করে পায়ে কাপড় জড়াতে হয়। এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। আর একদিন বসন্তকালে বাধ্যতামূলক মার্চ করার সময়ে স্থানীয় একটা পাহাড়ী নদীতে ঢল নামল। সেটা আমাদের ফেরার পথে। গান গাইতে গাইতে মার্চ করে ফিরছিলাম। সবকিছু ভালই চলছিল। এমন সময় হঠাৎ সামনে পড়ল জলের বাধা। "থামলে কেন"? আমাদের কমাণ্ডারের

কণ্ঠ শোনা গেল। আমরা কিছু বললাম না। আমরা যে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারিনা তা কি দেখতে পাচ্ছেন না উনি? তাছাড়া বইছিল হাড় কাঁপানো বাতাস। ঐ-সব এলাকায় বসন্তের গোড়ার দিকে উষ্ণতা থাকে না। তখন দেখি আমাদের কমাণ্ডার গা থেকে পোশাক খুলছেন। অস্ত্রগুলো পোষাকে জড়িয়ে মাথার উপর তুলে হুকুম করলেন, "আমাকে অনুসরণ কর"। জল বরফের মত ঠাণ্ডা। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে নদী পার হলাম। তার পরেই এল আরেকটা হুকুম: "জোর কদম"! "সামনে এগোও।" এসব পরোয়া না করে, কাটিয়ে এসেছি আমরা।

এসবই আমাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটাতে এবং আমাদের চরিত্র, সোভিয়েত সৈনিকের চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এর পর এলো সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক অংশ: রণকৌশল সংক্রান্ত মহড়া, আমাদের সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে শিক্ষা ও ট্যাঙ্ক চালনা। সেই সময়ে আমরা টি-২৬ এবং বি টি-৪ ট্যাঙ্ক চালাতে শিখেছিলাম। আজকের দিনের মান অনুযায়ী অবশ্য এগুলি মোটেই শক্তিশালী নয়। কিন্তু তখনকার দিনে আমাদের কাছে এটা ছিল একটা শক্তি-শালী অস্ত্র। কখনও স্থির অবস্থান থেকে, কখনো চলন্ত অবস্থায় আমরা চলন্ত বস্তুর উপর গোলাবর্ষণ করতাম আর সঠিক লক্ষ্যভেদের জন্যে আমাদের ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার কোপ্তসভ স্বয়ং আমাদের বেশী নম্বর দিলে খুবই গর্ববোধ করেছিলাম আমরা।

কোপ্তসভের কথা আমি এখনো আনন্দের সাথে মনে করতে পারি। সহৃদয় এই কমাণ্ডার সবকিছু নিখুঁতভাবে করতে চাইতেন। আমরা দু'জনে বন্ধু ছিলাম এ কথা বলতে পারব না (উনি ছিলেন আমার কমাণ্ডিং অফিসার, আর আমি ছিলাম ক্যাডেট), তবে

উনি আমাকে বেশ পছন্দ করতেন আর আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। সন্ধ্যেবেলায় আমরা প্রায়ই সৈন্যবিভাগের কাজকর্ম নিয়ে, যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতাম। পরবর্তীকালে ভাসিলি আলেক-সিয়েভিচ কোপ্তসভ খালখিন-গলের লড়াইতে অংশ নেন, 'সোভি-য়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধি অর্জন করেন, মহান যুদ্ধে অংশ নেন জেনারেল হিসেবে এবং রণাঙ্গনে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। উনি ছিলেন আমার জানা প্রথম পেশাদার অফিসার, যাকে বলা হয় আপাদমস্তক সৈনিক। কথা বলতেন কম, প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধি-কারী, তীক্ষ্ণধী, চটপটে, হাসিখুশি, সজাগ-সতর্ক। আমার কাছে উনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক ও সেনাবাহিনীর একজন আদর্শ কমাণ্ডার। তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেইসব সোভিয়েত সৈনিকদের প্রশিক্ষণের কাজে যারা যেকোনো মুহূর্তে আমাদের মহান মাতৃভূমিকে রক্ষায় এগিয়ে যেতে সক্ষম।

আরেকটি ঘটনা আমার মনে আছে। আমাদের ইউনিটটা যেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল তার কাছ দিয়েই বয়ে চলেছে একটি নদী— চিতিনকা। এর কূল ধরে বেড়াতে আমরা খুব ভালবাসতাম। জল এত পরিষ্কার যে, অনেক জায়গায় একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায়। একদিন কোপ্তসভ আমাদের বললেন: "এখানে তোমরা সবাই ইনজিনিয়ার। এখন চেষ্টা করতো এই সমস্যাটার সমাধান করতে। তোমরা সমতল জমির উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালাতে, বাধা পার হতে, পাহাড়ের ঢালে ট্যাঙ্ক থামিয়ে রাখতে জান, কিন্তু তোমরা কেউ কি কখনো ভেবেছ নদীর তলা দিয়ে কিভাবে ট্যাঙ্ক চালাতে হয়, ভেবেছ কি?"

আর ফলটা কি দাঁড়াল? আমরা সমস্যাটার সমাধান করতে শুরু

করলাম; ভাবতে লাগলাম কি করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত সমাধান বের করলাম।

একে কি বলা যায়? দুঃসাহসিকতার পরীক্ষা? না, আমরা ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের নির্দেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলাম: তিনি এভাবেই আমাদের যেকোনো জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার উপযুক্ত করে তৈরি করে দিচ্ছেন—যেসব অবস্থার সম্মুখীন একজন ট্যাঙ্ক-চালককে ঠিক প্রশিক্ষণের সময়ে নয়, বরং যুদ্ধের আবর্তে হতে হয়, যেখানে তাকে কুচকাওয়াজের মাঠের চেয়ে ঢের বেশি কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হয়। এর জন্যই আমাদের অনেকে সঙ্গত কারণেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে আমাদের ব্যাটালিয়নের ট্যাঙ্ক-চালকরা সুশিক্ষিত কমাণ্ডার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সুভোরভের এই কথাগুলি ভুলব কেমন করে: "কঠোর প্রশিক্ষণ লড়াই করাকে সহজ করে তোলে।" যদিও, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, লড়াই করা কখনও সহজ নয়।

পেসচান্‌কাতে প্রথম যাদের প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডার করা হল আমি ছিলাম তাদের একজন; আর তারপর হলাম ২নং কোম্পানির কম্যাণ্ডার। আমার কাছে এটা ছিল একটা সম্মানের ব্যাপার আর আমার উপর যে সেনানীমণ্ডলীর আস্থা আছে এই ঘটনাকে তারই একটা ইঙ্গিত বলে ধরে নিয়েছিলাম।

পরে আমি হলাম এই ইউনিটের রাজনৈতিক প্রশিক্ষক। তখন আমার দিনগুলো ছিল কাজেকর্মে ঠাসা। সামরিক বাহিনীর কাজ-কর্ম, ইউনিটের সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা, শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম, আর এত সবের মধ্যেও লোকের সঙ্গে গল্প গুজব করার সময় বের করে নিতে হত। মানুষ তো

মানুষই। তার নিজের দুর্ভাবনা আছে, আছে ঝঞ্চাট, আছে আনন্দ। কিন্তু যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, বাড়িতে চিঠি লেখার সময় ঠিক বের করে নিতাম। একবার একটা ছবিও পাঠিয়েছিলাম। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় কোণ্ডসভ উপরে উঠে এলেন, কে যেন ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল। বেশ ভাল ছবি উঠেছিল। ঠিক করলাম ছবিটা বাড়ি পাঠিয়ে দেব। মনে হয়েছিল, শুধু চিঠিই নয়, সেই সঙ্গে ছেলেকে দেখতে পেলে বাবা-মা খুশিই হবেন।

৫

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। এখন আমি বেশ বুঝি ওইসব ভ্রমণ, কাজ, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন নতুন কর্তব্যভার—যেগুলি আমাকে অনুশীলন করতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে—সেগুলি থেকে আমি কতটা উপকৃত হয়েছি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ইনজিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হওয়ার জন্যে আমি যখন আমার থিসিস সমর্থন করছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি যে ভবিষ্যতে আমি জাপেরাঝয়ে ইস্পাত কারখানা পুনর্গঠনের কাজে জড়িয়ে পড়ব, এই অঞ্চলের এমনকি গোটা দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের দায়িত্ব নেব। যখন ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত জরিপকারীর কাজ করছিলাম তখন একবারও ভাবিনি যে আমার কমরেডদের ও আমাকে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী ভূমি পুনরুদ্ধার করতে হবে, আর যখন সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম তখন বুঝতেও পারিনি কঠোরতম যুদ্ধে সেটা কত দরকারি বলে প্রমাণিত হবে। জানতামও না যে এইসব কিছু একত্র করলে তার তার সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে বিরামহীন সংযোগের কাজটা মিলিয়ে নিলে এমন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের এক সমন্বয়

সৃষ্টি হয় যার বর্ণনা দেওয়া যায় শুধু দুটি সহজ শব্দে : পার্টির কাজ। এবং অনেক দিন পর আমি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে অন্য হাজার হাজার লোকের মত আমিও বেশ সচেতনভাবেই ভবিষ্যতে বড় কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। আর কমিউনিস্ট পার্টিই আমাকে গড়ে তুলেছে।

সেনাবাহিনী থেকে ফেরার কিছু দিনের মধ্যেই দ্নোপ্রোদজের-ঝিনস্ক নগর-সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির উপ-সভাপতি নির্বাচিত হলাম। সে-সময় সভাপতি ছিলেন আফানাসি ইলিচ ত্রোফিমভ। তিনি পার্টির পুরনো সদস্য, বাল্টিক নৌবহরের সৈনিক, অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন এবং পরে আমাদের কারখানার শ্রমিক হন। বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেন নি বলে আমার ইনজিনিয়ারিং শিক্ষা থাকায় খুব খুশি হয়েছিলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করলেন শহরাঞ্চলের নির্মাণকর্ম ও নগর অর্থব্যবস্থা তদারকের জন্যে আমাকে কার্যনির্বাহক কমিটির পরিদর্শক করা হোক।

সোভিয়েতের কাজকর্মে আমাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। সেকাজে ছিল অনেক বাধা-অসুবিধা, ছিল নানা স্তরের কাজ আর তার সমস্ত লক্ষ্যই ছিল জনগণের প্রয়োজন মেটানো। কাজটা নতুন নয়—সেই বিসার্ত জেলাতে থাকার সময়েই আমি এ ধরনের কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তবু অনেক কিছুই নতুন করে শেখার ছিল। ১৯৬০ সালে আমি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হই, তখন এই অভিজ্ঞতা আমাকে সাহায্য করেছিল, আর আজ, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্যভার পালন করা ছাড়াও পার্টি ও জনগণ আমাকে

আবার এই উচ্চ, সম্মানীয় কিন্তু অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে বসিয়েছেন, যার জন্যে নিরলস শ্রমের প্রয়োজন, তখনও সেই অভিজ্ঞতা আমাকে সাহায্য করছে।

আমার নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, আমি একেবারে গোড়া থেকেই এমন সব আইন প্রণয়ন ও পাশ করার জন্যে প্রয়াস চালালাম যেগুলি ডেপুটিদের অধিকার সম্প্রসারিত করবে। আমি স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কর্তৃত্ব বাড়িয়ে সেগুলির ভূমিকা শক্তিশালী করার ও সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজকর্ম উন্নত করার প্রস্তাব দিলাম।

কামেনস্কোয়েতে কাজের কথা আমি সব সময়েই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব। আমার চোখের সামনেই এটি একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। দেশের জীবনে সেটা ছিল এক চমকপ্রদ সময়। উত্তর মেরুতে পৌঁছনোর জন্যে আমরা তখন পাপানিন আর তাঁর তিন সহযোগী অভিযাত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, রুদ্ধশ্বাসে চ্কালভের বিমানে চেপে মেরু অভিযানের ফলাফল লক্ষ্য করছি, আনন্দিত হচ্ছি মাগনিতোগরস্ক লৌহ ইস্পাত কারখানা, কুজনেৎস্ক শিল্প কমপ্লেক্স ও অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্পের খবর শুনে। সেই বছরগুলি-তেই দ্নেপ্রোভস্কি কারখানাটি ক্রমাগত বেড়ে উঠেছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন তারা ৮নং বাত্যাচুল্লি চালু করেছে, একটি সিণ্টারিং প্ল্যাণ্ট ও তৃতীয় খোলাচুল্লি কর্মশালাটি গড়ে তুলেছে। আমাদের ইস্পাত ঢালাইকর্মী ইয়াকভ চাইকোভস্কি স্তাখানোভাইত রেকর্ড স্থাপন করে দেশব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন, এবং তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যে ভারী শিল্পদপ্তরের জন-কমিশার সের্গো ওর্দঝোনিকিদ্জে সারা দেশের ঢালাইকর্মীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই কারখানার সঙ্গে সঙ্গে, বরং বলা যায় সেখানে গড়ে ওঠা কল-কারখানাগুলির সঙ্গে সঙ্গে শহরটিও বড় হয়েছে। এর সীমানা এখন ত্রিতুজনোয়ে ও রোমানকোভো গ্রামে প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। যথেষ্ট স্কুল, পলিক্লিনিক, কিণ্ডার-গার্টেন, বাসস্থান নেই ; জল, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবহণ ব্যবস্থা সবই পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। কার্যনির্বাহক কমিটিতে আমাকেই এইসব ব্যাপার দেখতে হত। আমাদের সেইসব পরিচালকদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে নামা শিখতে হয়েছে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলির চারপাশে গ্রাম গড়ে তুলতে চাইতেন, আমাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংহত করতে হয়েছে আমাদের শক্তি ও তহবিল। আর আমার খুবই মনে আছে আমাদের প্রথম সাফল্যগুলির কথা ; সেগুলি সীমিত হলেও অত্যন্ত জরুরী কতকগুলি প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

একবার আমি ভারী শিল্প জন-কমিশারিয়েতের তহবিল থেকে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পেরেছিলাম। তা দিয়ে বাগলেই থেকে লেনিনচক পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতা হল আর যেদিন শহরের বুকে লাল ট্রামগুলি চলাচল শুরু করল সে তো রীতিমত উৎসবের দিন। এখন যেটা ইয়ং পাইওনিয়ার প্রাসাদ সেই চমৎকার ভবনটি নির্মাণের কথা (এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ৬২ দিনে) আমার মনে আছে। মনে আছে যুব কমিউনিস্ট লীগ কর্মীরা কিভাবে একটি স্টেডিয়াম তৈরি করেছিল সেকথা, শহরের বুকে অলিন্দ ও বড় বড় জানালাঅলা 'উঁচু' চারতলা বাড়িগুলির আবির্ভাবের কথা। এবং নির্মাণকাজের পরিমাণ আজকের তুলনায় নগণ্য হলেও, শত শত পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠান করতে

পেরেছিল। রাস্তাঘাট সুষ্ঠুভাবে পাকা করা হল, তৈরি হল অনেকগুলি চক, দোকানে অনেক বেশি জিনিসপত্রগুলো, লোকের পরনে ছিল আরো ভাল পোশাক—জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছিল—এগুলিই দ্‌নেপ্রোদঝেরঝিনস্কে আমার কাজকে আমার কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে।

দ্‌নেপ্রোদঝেরঝিনস্ক নগর-সোভিয়েতে আমি কাজ করেছিলাম এক বছরের কিছু বেশি সময়। তারপর আমাকে পার্টির কাজে নিযুক্তির সুপারিশ করা হল; প্রথমে আমাকে একটি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল এবং ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে আমাকে বেছে নেওয়া হল উক্রাইনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্‌নেপ্রোপেত্রভস্ক আঞ্চলিক কমিটির প্রচার সচিবের পদে। আমার '**পুনরুজ্জীবন**' বইটিতে আমি আঞ্চলিক কমিটির, সমগ্র অঞ্চলের জন্যে পার্টির সদর দপ্তরে, জটিল ও বহুমুখী কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। আমাদের প্রথম সচিব ছিলেন সেমিয়ন বোরিসোভিচ জাদিয়নচেঙ্কো; একজন অভিজ্ঞ, কুশলী ও দৃঢ়চেতা মানুষ, যাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। আমাদের মধ্যে একটা যথার্থ কাজের, কমরেডসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এবার থেকে পার্টি-কাজের, একটি মূল ক্ষেত্রের—ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রের দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। আমার কাজের পরিসর বেড়ে গেল অনেকখানি, সবকিছুই করতে হল বৃহত্তর পরিসরে আর আমাকে হামেশাই এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে হত, দেখা-সাক্ষাৎ করতে হত শত শত লোকের সঙ্গে।

জীবনের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা আমার মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পার্টি কাজের তিনটি মূল ক্ষেত্র রয়েছে—রাজনীতি, ভাবাদর্শ ও সংগঠন। কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে

আলোচনার দরকার পড়ে না—প্রত্যেকটিই পার্টির পক্ষে অপরিহার্য, প্রত্যেকটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি কাজের সকল দিকগুলির সমন্বয় ঘটানোর সামর্থ্য একটি আর্ট আর এই আর্ট সারা জীবন ধরেই শিখতে হয়।

ভাবাদর্শগত কাজকর্ম বরাবরই পার্টির একটা প্রধান কাজ ছিল, এখনও আছে। এ কাজ বহুমুখী, এর জন্যে সমাজে যেসব প্রক্রিয়া চলছে সেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং এক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির নিয়মিত সমাধান করতে হয়।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শগত নীতিগুলি এক মুহূর্তের জন্যেও, এমন কি কোনো আপাত-বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রেও ভুলে যাওয়া, ভাবাদর্শগত ভ্রান্তিগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক। প্রথম নজরে তা, ধরুন, টেকনিক্যাল ভুলের চেয়ে চোখে পড়ে কম। কোনো যন্ত্র কিংবা যন্ত্রাংশের ডিজাইন যদি ভাল না হয় তাহলে সেটা কাম্য ক্ষমতা অনুযায়ী হবে না কিংবা আদৌ কাজ করতে নাও পারে। ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা সহজ। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ভুলটা সাধারণত চোখে পড়ে না, সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে লুকানো থাকে এবং এতেই ব্যাপারটা আরো বিপজ্জনক হয়, কেননা তার ফল শেষ পর্যন্ত ফলতে বাধ্য এবং সময় মত শোধরানো না হলে তা বিপুল ক্ষতিসাধন করে। আধুনিক বিশ্বে কোনো শূন্যস্থান নেই। যেখানেই আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করবো, সেখানেই কাজ করবে আমাদের ভাবাদর্শগত বিরোধীরা। "অতএব," লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, "সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে কোনো ভাবে হেয় করা, তা থেকে একচুলও সরে যাওয়ার অর্থ বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে শক্তিশালী করা।"

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই বছরগুলিতে এটা আমি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। পশ্চিমে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তা এগিয়ে আসছে আমাদের সীমান্তের দিকে, দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপের দিকে, খোলাখুলি সামরিক সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঐ পরিস্থিতিতে পার্টি-কর্মীদের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষা, জনগণের সঙ্গে পার্টির বন্ধন আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সক্রিয় ও আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান চালানো, বিরোধী ভাবাদর্শকে যথাসময়ে প্রতিহত করা, সোভিয়েত জনগণের ইতিমধ্যেই গভীর-হয়ে-ওঠা রাজনৈতিক সচেতনতাকে নববলে বলীয়ান করা, তাদের সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মনোভাবে, কমিউনিজমের আদর্শের জন্যে আত্মনিবেদনের মনোভাবে শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যেক নেতাকে, প্রত্যেক কমিউনিস্টকে এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, আর আপাতদৃষ্টিতে সহজ কিন্তু সব সময়েই জরুরী কাজটির অর্থাৎ আমরা কোন লক্ষ্য স্থির করেছি সে-সম্পর্কে লোককে জানানোর, বর্তমান পর্যায়ে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সুনির্দিষ্টভাবে কী অর্জন করতে চাইছে তা ব্যাখ্যা করার কাজটির কথা না-ই বা বললাম। অন্য কথায়, নানা ধরনের শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিতে হবে, মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তখনই, দ্নেপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলে, আমি প্রথম এই প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছিলাম আর সেই বছরগুলিতে এ-ব্যাপারে আমার মনে গড়ে উঠতে থাকা কিছু ধারণা আমি এখন ব্যক্ত করতে চাই।

পার্টির আবেগপূর্ণ আহ্বান বরাবরই পার্টির ধারাল অস্ত্র ছিল,

ভবিষ্যতেও থাকবে। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা উচিত।

সোভিয়েত জনগণ পার্টির নীতি অনুমোদন করেন, তা সমর্থন করেন। তবু, ভাবাদর্শগত কাজকর্মের উপর আমি বরাবরই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছি। একাজে প্রধান অস্ত্র হল সত্য। আমরা মনে করি সাফল্য ও ত্রুটি বিচ্যুতি উভয় সম্পর্কেই সততার সঙ্গে বলতে হবে। কোনো বিষয়ে খোলাখুলি বক্তব্য মানুষ সব সময়ই বুঝতে পারে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রের শক্তি জনগণের সচেতনতার মধ্যে নিহিত।

লক্ষ্যহীন, যাতে শ্রোতাদের আগ্রহ নেই, সময়ের চাহিদা পূরণ করে না এমন প্রচারের চেয়ে ব্যর্থ আর কিছুই হতে পারে না। কোনো বক্তা যদি কৌশলে কোনো কঠিন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান তবে তিনি শ্রোতার মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেন। কোনো বক্তা যদি মঞ্চ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য না বলেন, যদি বারবার নীরস মামুলি মন্তব্য করতে থাকেন, তিনি আর যাই হোক ভাল কাজ করেন না। যেটা আরো বড় কথা, এরকম একজন বক্তা মানুষকে বক্তৃতায় আদৌ আমল না দিতে শেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা বিপরীত ফলই দেয়, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই হবে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে বক্তৃতার সাফল্যের গোপন কথা, বুর্জোয়া রাজনীতি-বিদরা যাতে বিশেষজ্ঞ সেই বাক্-চাতুরিতে কিংবা গরম গরম কথার মধ্যে কিংবা বক্তার জোরাল কণ্ঠস্বরের মধ্যেও নিহিত নয়। অনেকেই জানেন, লেনিনের কণ্ঠস্বর জোরাল ছিল না কিন্তু প্রত্যেকে তাঁর কথা শুনতেন। শুনত গোটা দেশ, শুনত সমগ্র মানবসমাজ। তাঁরা তাঁর কথা অ নু ধা ব ন করতেন বলেই শুনতেন। তাঁরা তাঁর কথা

অনুধাবন করতেন কারণ তাঁর বক্তৃতায় এমন সব ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা থাকত যেগুলি জনগণের মনের কাছাকাছি, কারণ তিনি যুক্তিসম্মত কথা বলতেন, সুগভীর বৈজ্ঞানিক ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত টানতেন এবং সব সময়ই সুনির্দিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ কর্তব্য নির্ধারণ করে দিতেন।

দ্‌নেপ্রোপেত্রভস্কে প্রাক্-যুদ্ধকালীন বছরগুলির দিকে ফিরে তাকালে সেগুলিকে নিবিড় কর্মপ্রয়াসের সময় বলে মনে হয়। উপর উপর দেখলে সব কিছুই শান্ত। সিনেমাগুলিতে চলছে 'ভোলগা, আমার ভোলগা' ও 'উজ্জ্বল পথ'-এর মত হাসির ছবি, শহর ও গ্রামগুলির জীবনযাত্রায় রয়েছে বরাবরের মতই ছন্দ, মাঠে ফসলে পাক ধরেছে। কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম যে যুদ্ধের বিপদ বাড়ছে। ১৯৪০ সালে দ্‌নেপ্রোপেত্রভস্ক আঞ্চলিক কমিটি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেল— অঞ্চলের শিল্প সংস্থাগুলির একাংশে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে। মস্কো থেকে এক সাংকেতিক বার্তায় প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্যে আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারির পদ সৃষ্টির পরামর্শ দেওয়া হল। এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্যে যে সম্মেলন বসল তাতে সভাপতিত্ব করলেন জাদিয়নচেঙ্কো। তিনি বললেন, কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো এই কাজের ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরোপ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদে আমাদের এমন একজনের নাম প্রস্তাব করা উচিত যিনি শুধু কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞই হবেন না, একজন দক্ষ সংগঠকও হবেন, লোকের সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হয় জানবেন। মোটামুটি এভাবেই উপস্থাপিত করে তারপর এই কাজের তিনি

আমার নাম প্রস্তাব করেন। আমি নির্বাচিত হলাম সর্বসম্মতি-ক্রমে।

আমরা কি যুদ্ধের বিপদকে বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলাম? তার জন্যে কি প্রস্তুত হচ্ছিলাম? স্বীকার না করে উপায় নেই, আমরা দুই-ই করেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে যুদ্ধের বিপদ বাড়ছে, আর ফ্যাসিবাদই প্রধান শত্রু।

দেশে তখন বড় বেশি প্রয়োজন ধাতুর। ১৯৪০-এর জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন-কমিশার পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "লোহা, ইস্পাত ও রোল-করা ধাতু উৎপাদনের জন্যে নির্ধারিত পরিকল্পনা পূরণ সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপ" সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কে উৎপাদন ক্ষমতাকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে তা নিয়ে লোহা ও ইস্পাতকর্মীদের মধ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হয়, আর তাতে আমার নিজের শহর অর্জন করে লক্ষণীয় সাফল্য। যেসব সংস্থা শুধুই শান্তির সময়ের জন্যে প্রয়ো-জনীয় সামগ্রী উৎপাদন করত, এখন তারা শুরু করল সেনাবাহিনীর জন্যে কাজ করতে। অর্তিয়ম কারখানা উৎপাদন করতে লাগল বিমানের যন্ত্রাংশ, কমিন্টার্ন কারখানা মর্টার, দনেপ্রোভস্কি কারখানা গোলা।

আঞ্চলিক কমিটির ডেস্কে বসে আমি যেসব রিপোর্ট পেতাম তার কতকগুলিতে খুশি না হয়ে পারি নি। আর যদিও আমি এখন শত শত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করছি, তবু অস্বীকার করব না যে আমি নিজে যে কারখানায় কাজ করতাম তার সাফল্যের খবরে খুশি হতাম সবচেয়ে বেশি। ১৯৪১ সালে দ্‌নেপ্রোভস্কি কারখানাকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা ধাতু কারখানা' খেতাবে ভূষিত করা

হল আর পুরস্কার দেওয়া হল লোহাঘটিত ধাতুবিদ্যার জন-কমিশারিয়েত ও ধাতুকর্মীদের ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির লাল চ্যালেঞ্জ পতাকা।

*　　*　　*　　*

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি দরদ জন্মাতে শুরু করে আমাদের শৈশব-স্মৃতি থেকে, আমাদের বাড়ি, আমাদের পথ-ঘাট, আমাদের শহর কিংবা গ্রাম থেকে। আর সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে আরো এক গভীরতর অনুভূতি, মহান মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা দুঃখ-কষ্টের কালে কঠিন পরীক্ষার সময়ে সর্বাঙ্গণ-ভাবে প্রাণের প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়।

নিজের চোখে আমাদের বিস্তীর্ণ এই দেশটিকে দেখার, আমাদের দেশের অসংখ্য লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং আমি জানি যে এখানকার মানুষের পরিকল্পনা, স্বপ্ন ও চিন্তাভাবনাগুলি এই দেশেরই উপযুক্ত যেখানে বসবাস করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, যে দেশটিকে আমরা পিতা-পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি আর তাকে নিশ্চিতই আরো সমৃদ্ধ, আরো উন্নত করে তুলে দিয়ে যাব আমাদের সন্তান-সন্ততিদের হাতে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির বিপুল সাফল্যের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ করেছি।

কিন্তু তারপর আমাদের জনগণের জীবনে এল নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাদায়ক, তিক্ত তবু অনুপ্রাণিত আস্থা ও অভূতপূর্ব বীরত্বে-পূর্ণ এক সময়। শুরু হল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ। সেই দিনটি এল

যখন আমরা যা-কিছু করেছি, যা-কিছু গড়ে তুলেছি তা রক্ষা করতে হবে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে নির্ভয়ে দাঁড়াতে হবে। আর কোটি কোটি সোভিয়েত অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে আমিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত, বিজয় অর্জনের উজ্জ্বল প্রভাত পর্যন্ত, প্রচণ্ড যুদ্ধের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছি।

কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

—